অন্তর্ভুক্তিকরণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যেঃ
গণপরিসরে নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা

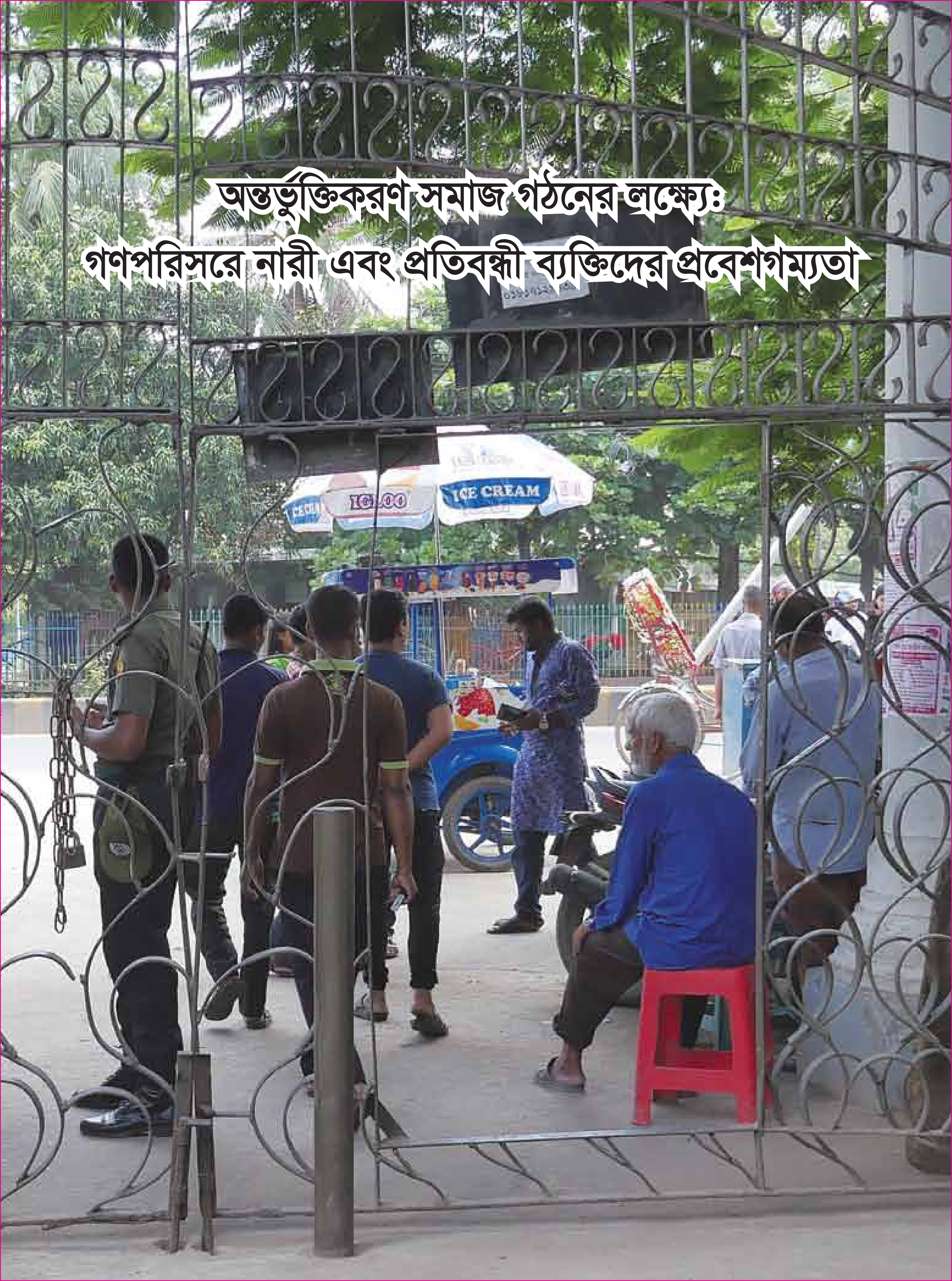

অন্তর্ভুক্তিকরণ সমাজ গঠনের লক্ষ্যেঃ
গণপরিসরে নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা

মূল প্রতিবেদন
দেবরা ইফরইমসন

ভাবানুবাদ
নাঈমা আকতার
তানজীদা হক্

সম্পাদনা
সাইফুদ্দিন আহমেদ
অনিমেষ আচার্য্য

প্রচ্ছদ
সাইফুদ্দিন আহমেদ

প্রকাশকাল
মে ২০১৯

অলংকরণ
গোপাল সরকার

দল প্রধান
দেবরা ইফরইমসন, আঞ্চলিক পরিচালক, হেলথব্রিজ-কানাডা

কারিগরি উপদেষ্টা
সাইফুদ্দিন আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

গবেষণা দল
ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাষ্ট
গাউস পিয়ারী, পরিচালক
নাজনীন কবীর, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার
তানজীদা হক্, সহকারি এডভোকেসি কর্মকর্তা
শানজীদা আক্তার, সহকারি প্রকল্প কর্মকর্তা
তালুকদার রিফাত পাশা, সহকারি প্রকল্প কর্মকর্তা

মাঠ গবেষক
তানজীদা হক্, সহকারি এডভোকেসি কর্মকর্তা, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডব্লিউবিবি) ট্রাষ্ট
শানজীদা আক্তার, সহকারি প্রকল্প কর্মকর্তা, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডব্লিউবিবি) ট্রাষ্ট
তালুকদার রিফাত পাশা, সহকারি প্রকল্প কর্মকর্তা, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডব্লিউবিবি) ট্রাষ্ট
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন
দেলুফা তুজ জেরিন
শাফিকা নৌরিন ঐশী

কারিগরি সহায়তা
ফেবা আব্রাহাম
জুলিয়া আহমেদ
ষ্টিভ জোনস্
জোসেফ ম্যাকেন টায়ার
দেলুফা তুজ জেরিন
শাফিকা নৌরিন ঐশী

ছবি সংগ্রহ
সামিউল হাসান সজীব, প্রকল্প কর্মকর্তা, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট
আমিনুল ইসলাম রিপন, লজিস্টিক কর্মকর্তা, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ গবেষণা কার্যক্রমটি কতিপয় ব্যক্তি এবং সংগঠনের সহযোগিতা ও অবদানে সম্পন্ন হয়েছে। দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের মাঝে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, বাংলা একাডেমি, বারডেম হাসপাতাল, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দ্যা চেঞ্জ এন্ড এডভোকেসি নেক্সস (বি-স্ক্যান), নোভা কনসাল্টেন্সি বাংলা, নারীপক্ষ, হিউম্যান রাইটস্ ডিজএ্যাবিলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এইচডিডিএফ), আলোকিত বাংলাদেশ, সোসাইটি ফর দি ওয়েলফেয়ার অফ অটিষ্টিক চিলড্রেন এর প্রতি সহযোগিতা এবং বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষত হেলথব্রিজ-কানাডা ফাউন্ডেশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই প্রতিবেদনটি অন্যান্য প্রতিবেদনের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন কেননা এটি সেইসব মানুষের জীবনের গল্পের সংকলিত রূপ যারা এ সমাজের অংশ হিসেবে বেঁচে থাকতে চায় কিন্তু নিজেদেরকে বর্তমান সমাজের বহির্ভূত মনে করে। তারা অনুভব করতে চায় যে তারা এই সমাজের অর্ন্তভুক্ত। এই প্রতিবেদনটিতে তাদের কথাই তুলে ধরা হয়েছে এবং তাদের উদ্দেশ্যেই উৎসর্গ করা হলো।

আমরা আশা করছি এই প্রতিবেদনটি আমাদের সমাজে পরিবর্তনের জায়গাটিতে নেতৃত্ব দিবে যেখান থেকে আমরা সকলেই উপকৃত হব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এ প্রতিবেদনে বিভিন্ন জায়গায় আমরা ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তি’ কথাটি ব্যবহার করেছি। অনেকেই হয়তো এর বিরোধিতা করবেন এবং কোন শক্তিশালী শব্দ তাদের জন্য বেছে নেবেন। কিন্তু আমরা ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তি’ কথাটি ব্যবহার করেছি কারণ তাদের কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা অবহেলা করা যায় না। কোন শক্তিশালী শব্দ ব্যবহার করলে তাদের যা প্রয়োজনীয়তা সেটি হয়তো আড়ালেই থেকে যাবে। ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তি’ কথাটির মধ্য দিয়ে সহজেই এর বিপরীত ‘অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি’ কথাটি চলে আসে। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির কিছু বিশেষ প্রয়োজন, চ্যালেঞ্জ এবং দক্ষতা রয়েছে। ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তি’ এবং ‘অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি’দের তফাত খুব সহজেই বোঝা যায়। আমরা কোনভাবেই এটা বিশ্বাস করি না যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সমাজে অবদান রাখতে সমর্থ নয়। আমরা যদি তাদের প্রতিবন্ধকতা জয় করে আরো দক্ষ করে তুলতে পারি, তবে তারা সমাজে আরো বেশি অবদান রাখতে সমর্থ হবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন আরো সহজ হবে।

সূচিপত্র

১. ভূমিকা -- ০১

২. উদ্দেশ্য --- ০১

৩. গবেষণা প্রশ্ন -- ০২

৪. গবেষণা প্রক্রিয়া -- ০২

৫. নির্বাচিত ১১ টি পার্ক ও খেলার মাঠ --- ০২

৬. ফলাফল --- ০৫

৬.১ পর্যবেক্ষণ --- ০৫

৬.২ সাক্ষাৎকার -- ০৯

৬.৩ কিশোরী / নারীদের সাক্ষাৎকার -- ১০

৬.৪ প্রতিবন্ধী শিশুদের মায়েদের সাক্ষাৎকার -- ১৪

৬.৫ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার -- ১৫

৭. আলোচনা --- ২০

৮. সুপারিশ --- ২১

৯. উপসংহার --- ২৪

এপেনডিক্স -- ২৭

১. ভূমিকা

বর্তমানে বিশ্বে আমরা নারীকে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি কিংবা বিরোধী দলীয় নেত্রীর আসনে আসীন হতে দেখতে পাই। আবার হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের দেখি আন্তর্জাতিক কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন বা একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার কাজের জন্য প্রশংসিত হচ্ছেন বা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন। বাংলাদেশেও এ ধরণের উদাহরণ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারা সমাজে সমান সুযোগ পেয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে কিছু সংখ্যক নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি প্রতিকূল পরিস্থিতির সাথে লড়াই করে সামনে এগিয়ে যান। কিন্তু অনেকেই সুযোগের অভাবে পিছিয়ে থাকেন।

আমাদের একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রয়োজন যেখানে প্রতিটি মানুষের অংশগ্রহণের পূর্ণ অধিকার থাকবে। সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ পিছিয়ে থাকলে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। বর্তমানে নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক অবস্থা উপলব্ধির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র, গণপরিসর এমনকি বাড়িতেও তাদের গ্রহণযোগ্যতা এবং অংশগ্রহণের সুযোগ পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে আমরা এ প্রতিবেদনে গণপরিসরে কিশোরী, নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বর্তমান পরিস্থিতিতে আলোকপাত করেছি। কারণ প্রথমত, গণপরিসরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা তুলনামূলকভাবে সহজ, দ্বিতীয়ত, পার্ক ও খেলার মাঠে সকলের প্রবেশগম্যতা রয়েছে। এ সকল স্থানে কাদের উপস্থিতি আছে বা নেই তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সমাজে নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থানের চিত্র পাওয়া সম্ভব। তৃতীয়ত, পার্ক এবং খেলার মাঠের ন্যায় গণপরিসরগুলো নাগরিক জীবনে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ পার্ক ও খেলার মাঠগুলো নগরবাসীকে শারীরিক কার্যক্রমের পাশাপাশি চিত্ত বিনোদন, সামাজিকীকরণ, বিশ্রাম এবং মানসিক স্বস্তি লাভের সুযোগ দেয়। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ সমাজে কোন ধরণের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন আমরা তা বুঝতে পারবো।

গণপরিসরগুলো সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পার্ক ও খেলার মাঠে নিয়মিত যাতায়াতের মাধ্যমে এলাকাবাসীর মাঝে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। পার্ক ও খেলার মাঠসমূহে সকলের উপস্থিতির মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ তৈরি হয় যাতে তারা একে অন্যের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। পাশাপাশি গণপরিসরগুলোতে সকলে একে অন্যের সাথে সামাজিকীকরণের সুযোগ লাভ করেন, ফলে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। এলাকাবাসীর মধ্যে সমন্বয় রক্ষায় পার্ক ও খেলার মাঠের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালনের স্থান হিসেবে পার্ক-খেলার মাঠগুলো ব্যবহৃত হয় ফলে মানুষের মাঝে যোগাযোগ ও আন্তরিকতা গড়ে ওঠে, যা সামাজিক রীতি নীতি, দৃষ্টান্ত, এমনকি আচরণেরও পরিবর্তন ঘটাতে সহায়তা করে। প্রকৃতপক্ষে গণপরিসরগুলো শারীরিক চর্চার সাথে সামাজিকীকরণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। সর্বোপরি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে সাহায্য রাখে।

২. উদ্দেশ্য

গণপরিসরে সকলের প্রবেশগম্যতার অধিকার রয়েছে। কিন্তু ঢাকা শহরে অধিকাংশ পার্ক ও খেলার মাঠ সকলের জন্য প্রবেশগম্য নয়। পার্ক ও খেলার মাঠসমূহে সকলে একত্রিত হয়ে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে কিশোরী, নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পার্ক ও খেলার মাঠে যান না বা যেতে পারেন না। এ গবেষণার উদ্দেশ্য হলো এ অবস্থার পেছনের কারণগুলো জানা। পাশাপাশি সকল বয়সী নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পার্ক ও খেলার মাঠে প্রবেশগম্যতার বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা আলোচনাও এ গবেষণার উদ্দেশ্য।

খেলার মাঠে একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বোলার হিসেবে কাজ করে। নারীদের মাঝে মাঝে ধানমন্ডি লেকে একত্রিত হয়ে ব্যায়াম করতে দেখা যায়। হাতে গোনা কয়েকজন নারী পুরুষদের সাথে ব্যায়ামে অংশ নেন। একজন নারী তার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী কন্যাকে খেলার মাঠে নিয়ে গেলে সেখানে সে তার চারপাশের মানুষগুলোকে দেখে আনন্দ পায়। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার শিকার একজন কিশোর পাড়ার অন্যান্য শিশুদের সাথে বিপুল উৎসাহ নিয়ে ক্রিকেট খেলে। কিছু মেয়ে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ধানমন্ডি লেকের মধ্য দিয়ে পথ বেছে নেয়। খেলার মাঠগুলোতে ছেলেরা যখন খেলাধূলায় ব্যস্ত থাকে, তখন সেখানে মেয়েদের উপস্থিতি দেখা যায় না। কিন্তু যখন কোন বিদ্যালয় কিংবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মাঠে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, সেখানে কিশোরীদের স্বতস্ফূর্ত উপস্থিতি দেখা যায়। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে যদি গণপরিসরগুলো নারীদের জন্য প্রবেশগম্য হয় তাহলে সেখানে তারা আসতে আগ্রহী।

৩. গবেষণা প্রশ্ন

- বালিকা, কিশোরী, নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা কি গণপরিসরে (পার্ক ও খেলার মাঠে) গমন ও সামাজিকীকরণে অংশ নিতে পারেন?
- যদি তারা গণপরিসরে না যান, তাহলে এর কারণ কি? তারা যেতে আগ্রহী হন না নাকি সামাজিক ও শারিরিক অবকাঠামোগত বা অন্য কোন সমস্যা তাদের সেখানে যেতে বাধা প্রদান করে?
- গণপরিসরে সকলের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণে তাদের এবং এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সুপারিশসমূহ কি?

৪. প্রক্রিয়া

গত ০৪ জুলাই থেকে ০৩ আগষ্ট ২০১৭, গবেষণা দল ঢাকার ৫টি পার্ক এবং ৬টি খেলার মাঠ পর্যবেক্ষণ করে। পর্যবেক্ষণকালে যেসব বিষয় দেখা হয়েছে তা হলো- বিভিন্ন বয়সের নারীদের (শিশু, যুবতী এবং প্রাপ্তবয়স্ক) উপস্থিতি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপস্থিতি এবং তারা কি ধরণের কার্যক্রম সংঘটিত করছেন (বসে থাকা, হাঁটা, খেলাধূলা, পণ্য বিক্রয়, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি)। পর্যবেক্ষণ ফর্মটি এপেনডিক্স ০১ আকারে সংযুক্ত করা হলো। ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর কর্মকর্তাদের পার্ক ও খেলার মাঠ সংক্রান্ত পূর্বের অভিজ্ঞতা এ গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

জুলাই এবং আগস্ট ২০১৭ সময়কালে গবেষণা দল ৭ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (৪ জন পুরুষ এবং ৩জন নারী) এবং ৭জন অপ্রতিবন্ধী নারীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। প্রশ্নসমূহ এপেনডিক্স ০২ আকারে সংযুক্ত করা হলো।

এছাড়া টেলিফোন, ইন্টারনেট এবং সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নারী নেত্রী এবং সফল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশদ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এসকল বিশিষ্টজনের তালিকা এপেনডিক্স ০৩ আকারে সংযুক্ত করা হলো।

৫. নির্বাচিত ১১ টি পার্ক ও খেলার মাঠ

পার্ক ও খেলার মাঠের নাম	অবস্থান
বৈশাখী খেলার মাঠ	রায়ের বাজার
কলাবাগান মাঠ	কলা বাগান
জগন্নাথ হলের মাঠ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মোহাম্মদপুর মাঠ	মোহাম্মদপুর
ধানমন্ডি মাঠ	আবাহনী খেলার মাঠের পাশে
মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠ	মিরপুর
ধানমন্ডি লেক পার্ক	ধানমন্ডি
শ্যামলী পার্ক	শ্যামলী
সোহ্‌রাওয়ার্দী পার্ক	শাহ্‌বাগ
রমনা পার্ক	শাহ্‌বাগ
মোহাম্মদপুর পার্ক	মোহাম্মদপুর

নির্বাচিত ১১ টি পার্ক ও খেলার মাঠের ছবি

বৈশাখী খেলার মাঠ

কলাবাগান মাঠ

জগন্নাথ হলের মাঠ

মোহাম্মদপুর মাঠ

ধানমন্ডি মাঠ

মিরপুর মাজার রোড ফুটবল

ধানমন্ডি লেক পার্ক

শ্যামলী পার্ক

সোহ্‌রাওয়ার্দী পার্ক

রমনা পার্ক

মোহাম্মদপুর পার্ক

৬. ফলাফল

পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো। সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছেঃ গণপরিসরের প্রবেশগম্যতার প্রতিবন্ধকতাসমূহ, গণপরিসরের ইতিবাচক/ নেতিবাচক অভিজ্ঞতা, গণপরিসরে যাওয়ার আকাঙ্খা এবং গণপরিসরসমূহ উন্নয়নে সুপারিশসমূহ। সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং সুপারিশসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো। আগস্ট ২০১৭ এ গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

৬.১ পর্যবেক্ষণ

পাঁচটি পার্ক এবং ছয়টি খেলার মাঠ পরিদর্শন করে দেখা গেছে যে, গণপরিসরগুলোতে পুরুষ এবং বালকদের উপস্থিতি বেশি। তবে, যে সকল নারীদের গণপরিসরে দেখা গেছে, তাদের বয়স ২৫ বছরের বেশি এবং তাদের বসে থাকতে বা হাঁটতে দেখা গেছে। তাদের কোন প্রকার খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক নারী দলীয় ব্যায়ামে অংশগ্রহণ করলেও পুরুষের তুলনায় তাদের সংখ্যা খুবই নগন্য এবং তাদের কারোর বয়স ৪০ এর নিচে নয়। বস্তুত, গণপরিসরগুলোতে ১৩-২৫ বছর বয়সের কোন কিশোরী ও নারীকে দেখা যায় নি, যারা আসেন তারাও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এবং সঙ্গে একজন পুরুষকে নিয়ে আসেন। নারীরা মূলত খেলার মাঠে আসেন তাদের খেলতে আসা সন্তানদের পৌঁছে দিতে এবং তাদের দেখে রাখার জন্য। এক্ষেত্রে রায়ের বাজার বৈশাখী খেলার মাঠ একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এখানে সুনির্দিষ্ট হাঁটার রাস্তা থাকায় নারীরা সকালে এবং সন্ধ্যায় এখানে আসেন। এছাড়া, বিদ্যালয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে কিছু মেয়ে শিক্ষার্থী তাদের অভিভাবকসহ ধানমন্ডি লেক পার্কের ভেতরের রাস্তাটি ব্যবহার করে। রমনা পার্কেও নারীদের স্বচ্ছন্দে হাঁটতে দেখা যায়।

মেয়ে শিক্ষার্থীদের ধানমন্ডি লেক পার্কের ভেতরের রাস্তাটি ব্যবহার করতে দেখা যায়

রমনা পার্কে নারীদের হাঁটতে দেখা যায়

বিভিন্ন পরিবারকে তাদের কন্যা সন্তানসহ পার্কে বেড়াতে যেতে দেখা যায়। কিন্তু খেলার মাঠে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কোন চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায় না। নারীরা মাঠে তার শিশু সন্তানকে বেড়াতে নিয়ে আসেন, এ চিত্র খুবই বিরল। ধানমন্ডি লেক পার্কে সন্ধ্যার পরে, বিশেষত ছুটির দিনগুলোতে, অনেক মানুষ বেড়াতে আসেন। কিন্তু কিশোরী এবং তরুণীদের কোন পুরুষ সঙ্গী ছাড়া এখানে বেড়াতে আসা প্রায় অসম্ভব। নারী বা পুরুষ কোন ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকেই পার্ক বা খেলার মাঠে বেড়াতে আসার উদ্দেশ্যে দেখা যায়নি। শুধুমাত্র ভিক্ষুকদের দেখা গেছে যারা- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, কুষ্ঠ রোগী, শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী ব্যক্তি।

মো: সুনীল একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। ছোট বেলায় পোলিও হওয়ায় সে তার দুটি পা হারায় এবং দীর্ঘ আট বছর সে হুইলচেয়ারে বসে বাড়িতে বন্দী জীবন যাপন করে। প্রায়ই মানুষ তাকে নিয়ে বিদ্রুপ করতো, তাকে নিয়ে ঠাট্টা করতো, খারাপ আচরণ করতো। সব বাধা অতিক্রম করে আজকে সুনীল একজন মেডিকেল শিক্ষার্থী। সুনীল বলে, আমি পার্কে যাই না। শেষ কবে পার্কে গিয়েছি আমার মনে নেই। মূলত চলাফেরায় অসুবিধা, নিরাপত্তাহীনতা এবং অপ্রীতিকর আচরণের জন্যই আমি পার্কে যাই না। অনেক বছর আগে একবার আমি একা পার্কে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমাকে একজন প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি একা এখানে কি করছেন? আপনার সাথে কেউ আসেনি? আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। তিনি ভেবেছিলেন যে, আমি যেহেতু হাঁটতে পারি না, কাজেই আমি একা পার্কে বেড়াতে যেতে পারবো না। আমি একাই পার্কে যেতে চাই। কিন্তু অবকাঠামোগত কারণে তা আমার জন্য কঠিন। সবাই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চায়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও তার ব্যতিক্রম নয়। এটা আমাদের মৌলিক অধিকার। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পক্ষেই পার্কে স্বাধীনভাবে বেড়ানো সম্ভব নয়।

অপরপক্ষে, পার্ক এবং খেলার মাঠে কিশোর এবং যুবকদের উপস্থিতি বেশি লক্ষ্য করা যায় এবং তারা বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ছিলো। (বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর 'ঢাকার পার্ক ও খেলার মাঠ' শীর্ষক প্রকাশনাটি সহায়ক) পুরুষদের মূলত হাঁটতে বা বসে থাকতে দেখা যায়। এছাড়া ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল এবং ব্যাডমিন্টন খেলতে অথবা দলবদ্ধভাবে শারীরিক চর্চা, যোগ ব্যায়াম করে। কিশোররা ক্রিকেট এবং ফুটবল খেলার পাশাপাশি মাঠে জমে থাকা পানিতেও আনন্দ করে। ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সী ছেলেদের প্রায় একই ধরণের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে দেখা যায়। পাশাপাশি তারা পার্ক বা খেলার মাঠের, যেমন ধানমন্ডি লেক, শারীরিক চর্চার বিভিন্ন উপকরনও ব্যবহার করে। কদাচিৎ নারীদের দলবদ্ধভাবে শারীরিক চর্চা করতে দেখা যায়। পার্ক এবং খেলার মাঠে বিভিন্ন বয়সের নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনুপস্থিতি থেকে আমাদের সমাজে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য তা প্রতিফলিত হয়।

বৈশাখী খেলার মাঠে নারীরা সকালে ও সন্ধ্যায় হাঁটেন এবং কতিপয় নারী তাদের শিশুদের বেড়াতে নিয়ে আসেন

কিশোরী বা তরুণীরা একা বা দলবদ্ধভাবে গণপরিসরে বেড়ানোর সময় অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষদের দ্বারা হয়রানির শিকার হয়। ফলে কোন পুরুষ সঙ্গী ছাড়া তারা গণপরিসরে যেতে স্বচ্ছন্দবোধ করে না। একটা নির্দিষ্ট বয়সের নারীদের একা রমনা পার্ক, ধানমন্ডি লেক পার্ক এবং রায়ের বাজার বৈশাখী খেলার মাঠে বেড়াতে দেখা যায়। এ স্থানগুলোতে নারীদের উপস্থিতি তুলনামূলক বেশি লক্ষ্য করা গেলেও তাদের শুধুমাত্র হাঁটতে বা বসে থাকতে দেখা যায়। কিন্তু পুরুষদের উপস্থিতি অনেক বেশি এবং তাদের বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকে। রায়েরবাজার বৈশাখী খেলার মাঠের চারপাশে সুনির্দিষ্ট হাঁটার রাস্তা রয়েছে। ফলে নারীসহ সকলেই এখানে হাঁটতে উৎসাহিত হন। এমনকি বর্ষাকালে যখন মাঠ কর্দমাক্ত থাকে তখনও অনেককেই হাঁটতে দেখা যায়। কিন্তু কিশোরী বা তরুণীদের অনুপস্থিতি এক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। কারণ ডায়াবেটিস না হওয়া পর্যন্ত অনেকেই শারীরিক কার্যক্রমে উৎসাহিত হয় না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রবেশগম্যতা, কর্মসংস্থান এবং বিনোদন তিনটি বিষয়কেই সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। জীবিকা নির্বাহ তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে চিত্ত বিনোদনকে অবহেলা করা যাবে না। অত্যন্ত চমৎকার নকশা সম্পন্ন একটি পার্কও তার যথাযথ উপযোগিতা হারাবে যদি তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্য না হয়।

***ইলিয়াস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং সে হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী*।** সে বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে চায়। কিন্তু প্রবেশগম্যতার অভাবে তাকে প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এখন পর্যন্ত গণপরিসরে অনুষ্ঠিত যে সকল অনুষ্ঠানে সে অংশগ্রহণ করেছে, তার প্রতিটিই কারো না কারো সহযোগিতায়। এমনকি বন্ধুদের সহযোগিতা নিয়ে সে স্টেডিয়ামে খেলাও দেখতে গিয়েছিলো। কিন্তু তার বন্ধুরা সব সময় তাকে সহযোগিতা করতে রাজি হয় না। প্রবেশগম্যতার অভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা গণপরিসরে যেতে আগ্রহী হন না। অবকাঠামোগত সমস্যাগুলোর কারণে তারা নিজেদের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবেন। পার্কে বেড়াতে গেলে অনেকেই তার দিকে বিদ্রুপপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। ইলিয়াস বলেন, গণপরিসর ব্যবহারের অধিকার সকলের। এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাহলেই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার নিশ্চিত হবে।
এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসও পরিপূর্ণভাবে প্রবেশগম্য নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে র‍্যাম্প স্থাপনের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষের কাছে অনেক অনুরোধের পর একটি আবাসিক হলে একটি র‍্যাম্প স্থাপন করাতে সক্ষম হন তিনি। তিনি বলেন, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ যদি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পর্কে সচেতন না হয়, তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে কি অবস্থা তা সহজেই অনুমেয়। তিনি মনে করেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গণপরিসরে প্রবেশগম্যতাসহ সকল ধরণের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য একটি পৃথক মন্ত্রণালয় প্রয়োজন।

মোহাম্মদপুর ক্লাব এবং শিশুপার্কের টয়লেটটি সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত নয়

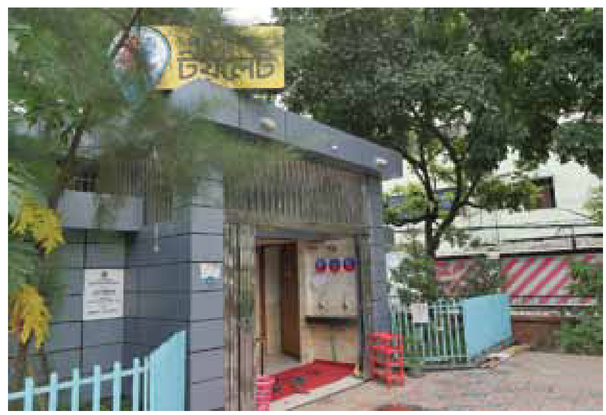

শ্যামলী পার্কে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে তৈরি একটি পাবলিক টয়লেট রয়েছে

সোহরাওয়ার্দী পার্কে হাঁটার রাস্তা থাকলেও তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না

মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠে প্রশস্ত হাঁটার রাস্তা রয়েছে

খেলার মাঠ এবং পার্কগুলোতে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা নেই। কোন পার্ক বা মাঠেই সুপেয় পানির ব্যবস্থা দেখা যায় না। কিছু কিছু পার্ক ও খেলার মাঠে গণশৌচাগারের ব্যবস্থা থাকলেও তা যথেষ্ট নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মোহাম্মদপুর ক্লাব এবং শিশুপার্কের টয়লেটটি সর্বদাই তালাবদ্ধ থাকে এবং তা শুধু সদস্যদের ব্যবহারের জন্য। রোদ এবং বৃষ্টি থেকে সুরক্ষার জন্য ছাউনির ব্যবস্থাও অপর্যাপ্ত। কলাবাগান খেলার মাঠের মত আরও কিছু মাঠ রয়েছে যেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

পার্ক ও খেলার মাঠের নাম	অবস্থান	মন্তব্য
বৈশাখী খেলার মাঠ	রায়ের বাজার	মূলত কিশোরদের ক্রিকেট খেলতে দেখা যায়, নারীরা সাধারণত হাঁটতে আসেন।
কলাবাগান মাঠ	কলা বাগান	সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ
জগন্নাথ হলের মাঠ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ছেলেদের খেলাধূলা করতে এবং পাশের পুকুর ব্যবহার করতে দেখা যায়। কিন্তু নারীদের মাঠের বেঞ্চে বসে থাকা ছাড়া অন্য কোনো কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে দেখা যায় নি।
মোহাম্মদপুর মাঠ	মোহাম্মদপুর	কোন বয়সের নারীকেই খেলতে দেখা যায়নি।
ধানমন্ডি মাঠ	আবাহনী খেলার মাঠের পাশে	অভিভাবকদের তাদের ছেলেদের জন্য অপেক্ষা করতে দেখা যায়।
মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠ	মিরপুর	কতিপয় নারীকে মাঠটি রাস্তা পারাপারের জন্য ব্যবহার করতে দেখা যায় কিন্তু খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না।
ধানমন্ডি লেক পার্ক	ধানমন্ডি	মূলত পুরুষদের দেখা গেলেও বেশ কিছু সংখ্যক নারী ও কিশোরীকে তাদের পরিবারের সাথে সময় কাটাতে দেখা যায়।
শ্যামলী পার্ক	শ্যামলী	কিছু নারীকে গল্প করতে দেখা গেলেও তাদেরকে খেলতে দেখা যায়নি।
সোহ্‌রাওয়ার্দী পার্ক	শাহ্‌বাগ	প্রবেশ সীমিত (একটি ছোট দরজা খোলা আর বাকিগুলো তালাবদ্ধ); পার্কটিতে নানা ধরণের অনৈতিক কার্যাবলী সংঘটিত হয়। এ পার্কে একটি হাঁটার রাস্তা থাকলেও তা যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা মাদকদ্রব্য সেবনের জন্য এ পার্কে আসে।
রমনা পার্ক	শাহ্‌বাগ	মূলত পুরুষদেরই এ পার্কটি ব্যবহার করতে দেখা যায়, তবে বেশ কিছু সংখ্যক নারী ও কিশোরীকে তাদের পরিবারের সাথে সময় কাটাতে দেখা যায়।
মোহাম্মদপুর পার্ক	মোহাম্মদপুর	কিছু কিশোরীকে খেলাধূলার উপকরণ নিয়ে খেলতে দেখা যায়। তাছাড়া নারীরা শুধুমাত্র গল্প করার উদ্দেশ্যেই পার্কে আসে।

৬.২ সাক্ষাৎকার

হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীরা বলেন, পার্ক ও খেলার মাঠগুলোতে তাদের প্রবেশগম্যতা সীমিত, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় নেই বললেই চলে। পার্ক ও খেলার মাঠের প্রবেশদ্বারের নকশা অনেক সময় এমনভাবে করা হয়, যাতে মোটরসাইকেল প্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু এর ফলে দেখা যায়, হুইলচেয়ারও প্রবেশ করতে পারছে না। বর্তমানে ঢাকা শহরে হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য চলাফেরা করা অত্যন্ত কঠিন। পার্ক ও খেলার মাঠ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্যই বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামোগত পরিবর্তন করতে হবে। বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বন্ধুদের সাথে পার্ক ও খেলার মাঠে বেড়াতে যাওয়ার ভীষণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা যেতে পারেন না। তারা নিজেদের বন্ধুদের জন্য বোঝা বলে মনে করেন। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যাওয়া হয় না। এছাড়া অন্যান্য মানুষদের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার কারণেও তারা পার্কে বেড়াতে যেতে স্বচ্ছন্দবোধ করেন না।

ধানমন্ডি লেক পার্কের প্রবেশদ্বারটি হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য ব্যবহার উপযোগী নয়

প্রবেশদ্বার যা কিনা হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদেরকে নয় মোটরসাইকেল আরোহীদেরকে প্রবেশে বাধা প্রদান করে।

সাদা ছড়ি ব্যবহারকারী বা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বলেন, বন্ধুদের সাথে পার্কে বেড়াতে গেলে তাদের কোন বড় ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। কিন্তু তারা স্বাধীনভাবে পার্কে বেড়াতে চান। একা পার্ক বা খেলার মাঠে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয় আবার বন্ধু বা পরিবারের সদস্যদের সাথে বেড়াতে গিয়ে তাদের বোঝা হতেও তারা চান না।

শারীরিক প্রতিবন্ধী একজন তরুণী শৈশবের স্মৃতিচারণ করে বলেন তিনি যখন ছোট ছিলেন তখন তার পরিবারের সাথে বিভিন্ন পার্কে বেড়াতে যেতেন এবং চারপাশের প্রকৃতি, মানুষজন দেখে আনন্দ পেতেন। ছোট হওয়ায় তার পরিবারের সদস্যরা সহজেই তাকে কোলে করে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু বড় হওয়ার পর তা আর সম্ভব হয় না। বর্তমানে সে যে এলাকায় থাকে সেখানে পার্ক ও খেলার মাঠ নেই। দূরবর্তী পার্কে প্রবেশগম্যতার অভাবে এবং খরচের বিষয় বিবেচনা করে তার আর পার্কে বেড়াতে যাওয়া হয় না। শৈশবের দিনগুলোর কথা তার খুব মনে পড়ে বলে তিনি জানান।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা স্বাধীনভাবে পার্ক এবং খেলার মাঠে বেড়াতে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন, যাতে তারা সেখানকার শ্যামল-নির্মল পরিবেশ উপভোগ করতে পারেন।

মাসুম একজন বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। বয়স প্রায় ২৩ বছর। বর্তমানে সে তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে যদিও সে সেভাবে কিছু মনে রাখতে পারে না। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান মাসুম জন্মের সময় মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতের ফলে তার এই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। মাসুম পার্কে বেড়াতে যেতে খুব পছন্দ করে কিন্তু পার্কের পরিবেশের কারণে সে যেতে পারে না। কিছু মানুষ তাকে দেখলে ব্যঙ্গ করে বিভিন্ন কটু কথা বলে, ঢিল ছোঁড়ে ও অশোভন আচরণ করে। মাসুমের মা বলেন, পার্কের বর্তমান পরিস্থিতি আমার ছেলের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। ফলে সে একা পার্কে যেতে চাইলেও আমি তাকে যেতে দিতে পারি না। প্রতিটি পার্ক ও খেলার মাঠ সকলের জন্য প্রবেশগম্য ও ব্যবহার উপযোগী হওয়া প্রয়োজন, যাতে সকলে সেখানে নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। বিভিন্ন সমস্যা থাকা স্বত্ত্বেও মাসুম পার্কে যেতে চায় এবং সব সময় জানতে চায় কখন সে পার্কে বেড়াতে যেতে পারবে।

৬.৩ কিশোরী / নারীদের সাক্ষাৎকার

৪ বছর বয়সী শিশু ফাতিমা নাজনীন খান পারিসা 'খেলার মাঠ' কথাটি শুনে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। খেলার মাঠের সাথে তার খুব বেশি পরিচিতি নেই। ছোটবেলা থেকে তার বাসার ড্রইং রুমটিই তার জন্য খেলার মাঠ। সেখানেই সে তার ভাইকে নিয়ে খেলাধূলা করে। তবে পার্কের পরিবেশ তার কিছুটা চেনা। শহরের পার্কগুলোতে বেড়ানোর সুযোগ সেভাবে না পেলেও গ্রামে তার নানু বাড়ীর কাছের পার্কে বেশ কয়েকবার বেড়াতে গেছে সে। সেখানকার স্মৃতি মনে করে আনন্দের সাথেই সে বলে উঠেছিলো, "পার্কে গেলে তো আমার ঘরে ফিরতেই মন চায়না"। বাবা মায়ের সাথে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করায় সেখানকার পার্কগুলোতে তার বেড়ানোর সুযোগ হয়েছে এবং সে অনেক আনন্দ পেয়েছে।

পার্ক এবং খেলার মাঠ প্রসঙ্গে পারিসার মা বলেন, তাদের এলাকার আশেপাশে কোন খেলার মাঠ বা পার্ক না থাকায় তার শিশুটি খেলাধূলার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তবে তার নানু বাড়ীর গ্রামে দোলনা, রঙীন খেলনা, ছোট শিশুদের সাথে একসাথে খেলাধূলা ছোট্ট পারিসাকে বেশ আনন্দ দেয়। কিন্তু শহরে পারিসা এ সুযোগ পায় না। তার কন্যা শিশুটি এবং অন্য সকল শিশু শহরেও যেন এইরকম আনন্দের উৎস খুঁজে পায় এই আশা প্রকাশ করেন তিনি। সেই লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের সহায়তায় শহরের পার্ক এবং খেলার মাঠগুলো উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। গণপরিসরগুলোতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, সুন্দর পরিবেশ, শিশুদের জন্য খেলার উপযোগী উপকরণ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সকলের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

রমনা পার্কে শিশুদের জন্য পৃথক খেলাধূলার জায়গা রয়েছে

শ্যামলী পার্কে শিশুদের খেলার উপকরণগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়নি

পার্ক ও খেলার মাঠ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ২৮ বছর বয়সের একজন নারী জানান যে তিনি সপ্তাহে একবার পার্কে যান এবং সেখানে গিয়ে তিনি হাঁটেন। পার্কটি তার বাড়ির কাছাকাছি হওয়ায় তিনি তার প্রতিবেশীর সাথে হেঁটেই যাতায়াত করেন। তবে পার্কটিতে প্রতিনিয়ত অসামাজিক কার্যকলাপ চলায় পার্কের পরিবেশ নারীদের জন্য উপযোগী এবং নিরাপদ নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি। তার মতে পার্কগুলোতে যথেষ্ট গাছপালা, বসার ব্যবস্থা, শারীরিক কার্যক্রমের বিভিন্ন উপকরণ এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। খেলার মাঠ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, খেলার মাঠের বর্তমান পরিবেশ নারীদের জন্য উপযোগী নয়।

তিনি আরও বলেন যে, আমাদের এমন কোন উন্মুক্ত স্থান নেই যেখানে নারীরা স্বাধীনভাবে বেড়াতে যেতে পারেন। পার্কগুলোতে খেলাধূলার কিছু উপকরণ থাকলে সেখানে শিশু এবং কিশোরীরাও আনন্দ করতে পারবে। বসার ভালো ব্যবস্থা থাকলে অভিভাবকেরাও পার্ক এবং খেলার মাঠে আসতে আগ্রহী হবেন। পার্ক কিংবা মাঠ উভয় ক্ষেত্রেই পাবলিক টয়লেটের সুব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এ বিষয়গুলো আমাদের দেশের পার্ক এবং খেলার মাঠে প্রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। এ সমস্যাগুলো সমাধানযোগ্য এবং এক্ষেত্রে জনগণের চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন। আমাদের যে সকল গণপরিসর দখল হয়ে গেছে, সেগুলো পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সরকারের হস্তক্ষেপ এবং কঠোর নজরদারি প্রয়োজন। পাশাপাশি পার্ক ও খেলার মাঠসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে এলাকাবাসীকেও উদ্যোগী হতে হবে।

১৮ বছর বয়সী একজন কিশোরী জানান যে, সে ছোট বেলায় তার ভাইয়ের সাথে মাঠে খেলতে যেত। সেই স্মৃতি তার এখনো মনে পড়ে। বাবা-মায়ের সাথেও প্রায়ই সে খেলার মাঠ বা পার্কে বেড়াতে যেত। তখন গণপরিসরের পরিবেশ বেশ ভালো ছিল, চারপাশ ছিল সবুজে ঘেরা এবং নিরাপদ বোধ হতো। বর্তমানে কাজ আর লেখাপড়ার চাপে পার্ক কিংবা খেলার মাঠে তার আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। পাশাপাশি, গণপরিসরগুলোতে তার বাবা-মা যেতে দিতে চায় না। কেননা তারা মনে করেন, সেখানকার পরিবেশ তাদের কন্যার জন্য নিরাপদ নয়।

উত্যক্তকারী, মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের আনাগোনা এবং মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা ইত্যাদি কারণে কিশোরীদের জন্য গণপরিসরগুলোতে যাওয়া অত্যন্ত বিব্রতকর। তবে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করা সম্ভব। এজন্য কর্তৃপক্ষকে সচেতন হতে হবে। গণপরিসরগুলোতে সবুজ গাছপালা, বসার ভালো ব্যবস্থা, খেলাধূলার উপকরণ, পাবলিক টয়লেট এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকা প্রয়োজন, যা কিশোরীদের গণপরিসরে যেতে আগ্রহী করে তুলবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গণপরিসরে যাতায়াতের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে, পার্ক ও খেলার মাঠগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যবহার উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। তাদের জন্য পৃথক পার্ক বা খেলার মাঠের ব্যবস্থা না করে গণপরিসরসমূহ সকলের জন্য প্রবেশগম্য করে তোলা আবশ্যক। এর মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন সহজ হবে।

২৮ বছর বয়সের একজন গৃহিণী বলেন, তিনি তার গৃহস্থালী কাজের শেষে বিনোদনের জন্য মাঝে মাঝে পার্কে যান। তবে তিনি একা পার্কে যেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না বিধায় তার স্বামীকে নিয়ে সেখানে যান। পার্কের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বিশুদ্ধ বাতাস তার ভালো লাগে কিন্তু পার্কের ভিতরের বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ এর কারণে তিনি অস্বস্তিবোধ করেন। তিনি বলেন, মাদকদ্রব্য সেবন ও বিক্রয় গণপরিসরগুলোতে একটি বিরাট সমস্যা। এর ফলে নারী, কিশোরী ও শিশুরা পার্কে ভ্রমণ করতে নিরুৎসাহিত হন। পার্কের উন্নয়নের জন্য তিনি সবুজ গাছপালা, বসার জন্য বেঞ্চ, স্বাস্থ্যকর খাবার, ও পাবলিক টয়লেটের সুব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের সুপারিশ করেন। পার্কের বর্তমান পরিবেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র সরকারের প্রতি নির্ভরশীল না হয়ে এলাকাবাসীকেও পার্ক ও খেলার মাঠের রক্ষণাবেক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

শ্যামলী পার্কে দাবা খেলার ব্যবস্থা থাকলেও সেখানে নারীদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় না

কলাবাগান মাঠের তিনটি টয়লেটের দুটি বন্ধ অবস্থায় থাকতে দেখা যায়

২২ বছর বয়সের একজন তরুণী তার সাক্ষাৎকারে জানান যে, স্কুলজীবনে খেলার মাঠে তিনি প্রায়ই যেতেন। প্রত্যেকদিন বিকেল বেলা মায়ের সাথে পায়ে হেঁটে তিনি মাঠে যেতেন এবং তার বন্ধুদের সাথে খেলাধূলা করতেন। বাবার সাথে পার্কে গিয়ে বিভিন্ন খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতেন। পার্ক ও খেলার মাঠের বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় সেখানে যাওয়ার কথা তিনি চিন্তাও করতে পারেন না। গণপরিসরগুলোতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা এর প্রধান কারণ। নারীদের অনিরাপত্তা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং মাদকদ্রব্য সেবন ও বিক্রি ইত্যাদি কারণে এ সকল দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। পার্কগুলোতে সকলের জন্য নিরাপত্তার পাশাপাশি সবুজ গাছপালা, বসার ভালো ব্যবস্থা, শারীরিক কার্যক্রম ও খেলাধূলার উপকরণ, বেঞ্চ ও টয়লেটের সুব্যবস্থা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। পার্কের বর্তমান সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পার্কের সমস্যাসমূহ সমাধানযোগ্য। পার্ক ও খেলার মাঠের উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশনের পৃথক বাজেট থাকে। এ বাজেটের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে পার্ক ও খেলার মাঠসমূহ উন্নয়ন করতে হবে এবং সকলের জন্য ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে এলাকাবাসীর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা জরুরী কারণ তাদের চাহিদার প্রতিফলন পার্ক ও খেলার মাঠে থাকলে তারা এগুলো ব্যবহারে উৎসাহিত হবে।

কলাবাগান মাঠে পুরুষদের খেলাধূলা করতে দেখা যায়

১৩ বছর বয়সী একজন কিশোরী জানান যে, আমার খেলার জায়গা হচ্ছে আমাদের বাড়ির ছাদ। আমি সময় পেলেই বন্ধুদের সাথে ছাদে বিভিন্ন ধরণের খেলা খেলি। খাতা-কলম দিয়ে যে সকল খেলা সম্ভব তা খেলি। তাছাড়াও লুকোচুরি, কানামাছি, ব্যাডমিন্টন, খেলনা বাটি, ছোঁয়াছুয়ি ইত্যাদি খেলি। কিশোরী মেয়েটি জানায় যে, আমাদের বাড়ির ছাদে কোন বেড়া বা গ্রিল দেয়া নেই। কিন্তু তা স্বত্বেও আমি ছাদে খেলি। ছাদ থেকে পড়ে গেলে কি হবে তা নিয়ে বিশেষ ভাবি না।

আমি খুব একটা পার্কে যাই না। কারণ আমার বাড়ির আশে পাশে কোন পার্ক বা খেলার মাঠ নেই। তাছাড়া সবাই বলে পার্ক মানে খারাপ জায়গা। পার্কে না কি ভালো মেয়েরা যায় না। আবার অনেকের কাছে শুনেছি যে, পার্কে গেলে নাকি মেয়েদেরকে বিক্রি করে দেয়। তাই মনে হয় আমার মা আমাকে পার্কে যেতে দেয় না। আমার যখন খুব খারাপ লাগে তখন বাড়ির পাশে নদীর পাড়ের বেড়িবাধে ঘুরে বেড়াই। নদী, খোলা আকাশ, আর ঠান্ডা হাওয়ায় আমার খুব ভালো লাগে। তবে বছরে কয়েকবার পার্কে যাওয়া হয়। পয়লা বৈশাখ, বর্ষাবরণ, পয়লা ফাল্গুন, চৈত্র সংক্রান্তীসহ বিভিন্ন উৎসবে যখন মেলা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয় তখন পরিবারের সবাই মিলে যাই এবং উৎসব উপভোগ করি। সেই সময়গুলো আমার খুব ভাল লাগে এবং স্মরণীয় হয়ে থাকে।

১৯ বছর বয়সের একজন কিশোরী পার্ক ও খেলার মাঠ সম্পর্কে তার চমৎকার কিছু অভিজ্ঞতা গবেষণা দলের সাথে বিনিময় করেন। তার বাসা থেকে পার্কের দূরত্ব বেশ খানিকটা হওয়ায় রিকশায় যাতায়াত করতে হয়। প্রায়ই তিনি পরিবারসহ পার্কে যান এবং সময় কাটান। সম্প্রতি তিনি ধানমন্ডি লেক পার্কে পরিবারসহ বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানকার সবুজ গাছপালা, বসার সু-ব্যবস্থা, লেক এবং তার পরিবারের সদস্যদের সান্নিধ্যে তার সুন্দর কিছু সময় কেটেছে। পার্কের পরিবেশের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, পার্কের মধ্যে বিভিন্ন অনৈতিক কার্যকলাপ, আবর্জনা এবং গাড়ির হর্ণ এর কারণে তিনি খুব বিরক্তবোধ করেন।

মোহাম্মদপুর মাঠে আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা যায়

মিরপুর মাজার রোড ফুটবল খেলার মাঠে অবৈধ পার্কিং থাকার কারণে নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আসতে আগ্রহী হন না

তিনি আরো জানান, কখনই তিনি একা একা পার্কে যান না। কেননা তার পরিবার একা পার্কে যাওয়াটা নারীর জন্য অনিরাপদ বলে মনে করেন। তিনি বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, পার্কের ভিতরে সংঘটিত অনৈতিক কার্যকলাপের কারণ হলো মূল্যবোধের অবক্ষয় ও সম্মানবোধের অভাব। এজন্য পরিবারগুলোর সচেতন হওয়া জরুরি এবং যারা পার্কে অসামাজিক কার্যকলাপ করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। খেলার মাঠের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নারীবান্ধব না হওয়ায় এবং নারীদের জন্য খেলাধূলার কোন সু-ব্যবস্থা না থাকায় খেলার মাঠে যাওয়া হয় না। গণপরিসরের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের জন্য গণমাধ্যমকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে বলে মত প্রকাশ করেন তিনি। পার্কগুলোতে সচেতনতামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে। পার্কের ভেতরের অনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরো বেশি তৎপর হতে হবে। এছাড়া স্বাস্থ্যকর খাবার, পানি, পাবলিক টয়লেটের সু-ব্যবস্থা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতের উপর জোর দিতে হবে।

মাদক সেবনকারীদের থেকে পার্ক উদ্ধার

নিউ ইয়র্ক সিটির ব্রায়ান্ট পার্ক মাদক সেবনকারীদের গোপন আড্ডাখানা হিসেবে খ্যাত ছিল। মাদক সেবনকারীদের উপস্থিতি এবং মাদক গ্রহণের সূঁচ পড়ে থাকার কারণেই মানুষ এখানে বেড়াতে যেতে ভয় পেত। দীর্ঘ দিন পর স্থানীয় সরকার এ পার্কটি মাদক সেবনকারীদের থেকে মুক্ত করে সকলের ব্যবহার উপযোগী করে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন।

পার্কটির অবস্থান একটি স্থানীয় পাঠাগারের পিছনে। এখন এটি শহরের একটি প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। অনেক মানুষ প্রতিদিন এখানে বেড়াতে আসেন। এখানে বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলার ব্যবস্থা আছে। স্থানীয় জনগণ পার্কটি রক্ষণাবেক্ষণের মূল দায়িত্ব পালন করেন। সবুজ গাছপালা শিশু-কিশোরদের কলতানে পার্কটিতে একটি আনন্দময় পরিবেশ বিরাজ করে। নিউ ইয়র্ক সিটির ব্রায়ান্ট পার্কে যে পরিবর্তন এসেছে, ঢাকার পার্ক ও খেলার মাঠগুলোতেও একই ধরণের পরিবর্তন করা সম্ভব।

৬.৪ প্রতিবন্ধী শিশুদের মায়েদের সাক্ষাৎকার

- ৫ বছর বয়সের একটি অটিষ্টিক বালক। যখন তার বয়স প্রায় আড়াই বছর তখন তার বাবা-মা বুঝতে পারেন যে তাদের শিশুটি অন্যদের থেকে একটু ভিন্ন। তারা বুঝতে পারেন যে তাদের সন্তানটি অটিজমের শিকার। শিশুটির অভিভাবক বলেন, আমার ছেলে পার্কে ঘুরতে খুব পছন্দ করে তাই আমি তাকে প্রতিদিনই পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাই। সেখানে সে খেলাধূলা করে, ঘুরে বেড়ায় এবং খুব আনন্দ পায়। যদি তাকে পার্কে বা বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া না হয়, তাহলে সে অস্থির হয়ে যায়। অটিস্টিক শিশুদের জন্য উপযোগী খেলার জায়গা এবং উপরকণ থাকা প্রয়োজন। কারণ সব ধরণের খেলাধূলার উপকরণ তাদের জন্য উপযোগী নয়। যদি কোন খেলাধূলার উপকরণ আমার সন্তানের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয় তাহলে তা দিয়ে তাকে খেলতে দেই না। তখন সেই স্থান থেকে তাকে নিয়ে আসা অনেক কষ্টকর হয়ে পড়ে।

  পাশাপাশি পার্কে যারা বেড়াতে আসেন তাদের মানসিকতার পরিবর্তন জরুরী। যেহেতু আমার সন্তান অটিস্টিক সে অল্পতেই রেগে যায়। কিন্তু তাদের রাগিয়ে না দিয়ে বরং সহযোগিতা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী মানুষগুলোকে তাদের প্রতিবন্ধকতাসমূহ থেকে উত্তরণের জন্য সরকারের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। একজন ব্যক্তি হিসেবে এবং সমাজের একজন নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে।

- ১১ বছর বয়সের একজন অটিষ্টিক বালক। জন্ম থেকেই সে অটিজমে আক্রান্ত। তার মা বলেন, শুধু মাত্র ছুটির দিনগুলো ছাড়া ছেলেকে পার্কে নিয়ে যেতে পারি না। কারণ সে একা পার্কে যেতে পারে না। তাছাড়া বাড়ির পাশে কোন পার্ক নেই। তবে আমার ছেলে পার্কে যেতে খুব পছন্দ করে। খোলা আকাশ, সবুজ ঘাস, গাছপালা, উন্মুক্ত পরিবেশ তার অনেক পছন্দের। ঘরের বন্ধ পরিবেশে তার কষ্ট হয়। তাই সে প্রতিদিনই পার্কে বা কোন উন্মুক্ত স্থানে বেড়াতে যেতে চায়। আমার ছেলে যখন বাইরে খেলাধূলা করে তখন তার আনন্দ দেখে আমারও মনটা আনন্দে ভরে উঠে।

  অনেকে পার্কে বেড়াতে যাওয়া প্রতিবন্ধী শিশুদের ব্যঙ্গ করে বিভিন্ন কথা বলে। মাঝে মাঝে কিছু মানুষ তো বলেই ফেলে যে, বাবা-মায়ের পাপের ফসল হিসেবে এই বাচ্চা প্রতিবন্ধী হয়েছে। এই সকল নেতিবাচক কথা আমাকে খুব কষ্ট দেয়। আমার মনে হয় সমাজের মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী শিশুরাও সঠিক সুযোগ সুবিধা পেলে সমাজে অবদান রাখতে পারে। প্রতিবন্ধী শিশুদের যথাযথ শারীরিক ও মানসিক বিকাশের কথা চিন্তা করে তাদের জন্য উপযুক্ত খেলার মাঠ ও পার্ক প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী অপ্রতিবন্ধী সকল শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যত। সরকারের পাশাপাশি সকল স্তরের মানুষকে বিশেষত বাবা-মা কে আরও বেশি সচেতন হতে হবে।

- ১০ বছর বয়সের বুদ্ধি প্রতিবন্ধী একজন ছেলের মা বলেন, আমি আমার সন্তানকে খুব একটা পার্ক বা খেলার মাঠে নিয়ে যাই না। আমার বাড়ির আশে পাশে কোন উন্মুক্ত স্থান, পার্ক বা খেলার মাঠ নেই। দূরবর্তী পার্ক ও খেলার মাঠগুলোতেও আমি তাকে নিয়ে যেতে উৎসাহবোধ করি না কারণ পার্ক ও খেলার মাঠগুলোতে তার উপযোগী খেলার কোন উপকরণ নেই। এছাড়া পার্কে যে সকল মানুষ ঘুরতে আসে তাদের কটু দৃষ্টিভঙ্গীও আমাকে নিরুৎসাহিত করে।

  আমি মনে করি, শুধুমাত্র পার্ক বা খেলার মাঠ তৈরি করাই যথেষ্ট নয়। পার্ক ও খেলার মাঠে যারা বেড়াতে আসে, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও অত্যন্ত জরুরী। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের উপযোগী খেলার উপকরণ নিশ্চিত না হলে তারা পার্ক বা খেলার মাঠে নিজেদের সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বঞ্চিত মনে করবে। অন্যান্য শিশুরা নিজেদের সৃজনশীলতা দিয়ে খেলার উপকরণ তৈরি করে নিতে পারে কিন্তু বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

  সবচেয়ে জরুরী হলো বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। সেজন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং মিডিয়াগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও এক্ষেত্রে এগিয়ে আসলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন সম্ভব হবে।

- রাসেল একজন শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। জন্ম থেকেই সে কানে শুনতে এবং কথা বলতে পারে না। এখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছেন। পার্ক ও খেলার মাঠ সম্পর্কে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শেষে প্রতিদিন আমি পার্কে ঘুরতে যাই কেননা পার্কে ঘুরতে আমার ভালো লাগে। আমি সেখানে মাঝে মাঝে পড়ালেখাও করি। পার্কের শান্ত ও নীরব পরিবেশ আমার খুব পছন্দ। অনেকে বলে তুমি তো শুনতে পাওনা কিন্তু পার্কের নিরিবিলি পরিবেশ আমি অনুভব করতে পারি এবং পার্কের ঠান্ডা বাতাস আমার মনকে আনন্দিত করে। বৃষ্টিভেজা পাতার গন্ধ আমার খুব ভাল লাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের সাথে মাঝে মাঝে পার্কে ঘুরতে যাই। আমার মনটা একটু খারাপ হয় কারণ আমি তাদের সাথে কথা বলতে পারি না কিন্তু তারপরেও তাদের সাথে যেতে ভালো লাগে। খেলার মাঠে খুব একটা যাওয়া হয় না কারণ সেখানে আমাদের জন্য কোন খেলার সামগ্রী নেই আর অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ইশারা ভাষা বুঝতে পারে না তাই তাদের সাথে খেলাধূলাও করা হয় না।

৬.৫ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার

সামাজিকীকরণ সকলের অধিকার

- ড.কে.এম. মুজাহিদুল ইসলাম (পরিচালক), বাংলা একাডেমি

পার্ক কিংবা খেলার মাঠ নির্দিষ্ট দিনে ভ্রমণের জন্য নয়। এটি এমন একটি স্থান যেখানে প্রতিবন্ধীসহ সকল ব্যক্তির (নারী, কিশোরী) প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন কেননা এখানেই শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সুযোগ থাকে। এখানেই সকলে সামাজিকীকরণের সুযোগ লাভ করেন, যা সমাজের প্রতিটি মানুষের অধিকার। কিন্তু বর্তমানে আমরা ঠিক বিপরীত চিত্রটি দেখতে পাই। তবে ধীরে ধীরে হলেও এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। শুধু পার্ক কিংবা খেলার মাঠ তৈরি করে ফেললেই চলবেনা। সেখানে সকল ধরণের প্রতিবন্ধী বিশেষত হুইল চেয়ার ও সাদা ছড়ি ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহার উপযোগী ও স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ এবং নারীদের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পার্কের বিভিন্ন সুবিধাদি যেমন হাঁটার রাস্তা, বসার ব্যবস্থা, ছাউনি, পরিষ্কার পানি, টয়লেট ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে। এছাড়া পার্ক ও খেলার মাঠের তদারকির জন্য সিসি ক্যামেরার ব্যবহার একটি সময়োপযোগী সমাধান। উন্মুক্ত স্থানসমূহে নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা বিষয়ে সকলের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তথ্যচিত্র তৈরি এবং প্রচারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে দ্রুত উন্নয়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের বিনোদন

- সাবিনা হোসেন, অধ্যক্ষ, সোসাইটি ফর দি ওয়েলফেয়ার অফ অটিষ্টিক চিলড্রেন

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি আমি খুব ভালো করে উপলব্ধি করতে পারি, কেননা আমার ৩৩ বছর বয়সের একজন প্রতিবন্ধী সন্তান রয়েছে। আমি বুঝতে পারি, অন্যান্যদের মত খেলাধূলা এবং বিনোদন তাদেরও প্রয়োজন। কিন্তু সামাজিক বাধা বিপত্তি, মানুষের নেতিবাচক মনোভাব আর পারিপার্শ্বিক পরিবেশের কারণে গণপরিসরগুলোতে বেড়াতে যাওয়া তাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। পার্কে বেড়াতে গেলে অনেকে তাদের বিরক্ত করে ফলে প্রতিবন্ধী শিশুরা এবং তাদের অভিভাবকেরা পার্ক ও খেলার মাঠে যেতে নিরুৎসাহিত হন।

আমরা গণপরিসরগুলোতে আমাদের সন্তানদের নিয়ে যেতে চাই। সেখানে তারা আনন্দ পায়। এজন্য গণপরিসরগুলো প্রবেশগম্য এবং নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ সকলের জন্য ব্যবহার উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। এজন্য আমরা দেশের বাইরের গণপরিসরগুলোকে অনুসরণ করতে পারি। সেখানে বয়স এবং সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন উপকরণ প্রদান করা হয়। বিশেষত পার্ক ও খেলার মাঠগুলোতে বসার জায়গা, শান্ত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, স্বাস্থ্যকর খাবারের সুব্যবস্থা, সকলের উপযোগী খেলাধূলার সরঞ্জামাদি ও পরিষ্কার টয়লেট নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা সহযোগিতা করতে পারেন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদার বিষয়টি দৃশ্যমান হওয়া প্রয়োজন তাহলেই গণপরিসরসহ সকল ক্ষেত্রে তাদের অধিকার নিশ্চিত হবে।

পার্কগুলোতে নারীদের প্রতি হয়রানি বন্ধ করা উচিত

- আফরোজা নাজনীন, সাংবাদিক, আলোকিত বাংলাদেশ

পার্ক, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানগুলো সকলের জন্য প্রবেশগম্য হওয়া প্রয়োজন। নারীরা তাদের বিনোদনের সুযোগ থেকে অনেকটা পিছিয়ে আছে। তিনি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, আমার বয়স বর্তমানে ৫০ এর বেশি। আমি যখন পার্কের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করি তখন বিভিন্ন ধরণের কটু কথা শুনতে পাই। তখন আমার মনে হয় আমাকে যদি এই বয়সেও এরকম কথা শুনতে হয় তাহলে কিশোরী-তরুণী বয়সের মেয়েরা তো সবসময় নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। তাছাড়া পার্কের ভিতরে মাদক সেবনকারী ও বিক্রেতা দেখা যায়, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অনৈতিক কার্যক্রমও হয়। এই সকল কারণে বর্তমানে পরিবার থেকে মেয়েদের পার্ক বা খেলার মাঠে যেতে দেয়া হয় না।

আমি মনে করি আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক মনোভাবের কারণে নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। এ অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রতিটি নারীকে তার বেড়ে ওঠার প্রয়োজনীয় পরিবেশ দিতে হবে। দেশের পুলিশ প্রশাসন নারীর নিরাপত্তা প্রদানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। পার্ক এবং খেলার মাঠগুলোতে নারীর উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ দিতে হবে। সচেতনতামূলক প্রচারণার জন্য গণমাধ্যমগুলো এগিয়ে আসলে অনেক দ্রুত সফলতা আসবে। মেয়েদের আত্মরক্ষার কৌশল শিখাতে হবে। যেন তারা নিজেদের নিরাপত্তা দিতে পারে। এই বিষয়ে দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ ও গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলকে একত্রে কাজ করতে হবে।

পার্কগুলোকে সকলের জন্য প্রবেশগম্য করা সময়ের দাবি

- মোঃ রাজিব শেখ, চেয়ারম্যান, হিউম্যান রাইটস্ ডিজএ্যাবিলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এইচডিডিএফ)

প্রবেশগম্যতার অভাব এবং অবকাঠামো ও উপকরণসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব না হওয়ায় ইচ্ছা থাকলেও নারী, কিশোরী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ পার্ক ও খেলার মাঠে যেতে পারেন না। মাদকসেবীদের আড্ডা, বিভিন্ন মাদক দ্রব্য বিক্রয়, ইভটিজিং, নির্যাতন ও ছিনতাই ইত্যাদি অপ্রীতিকর বিষয়গুলো এর নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ কারণেই বেশির ভাগ নারী, কিশোরী ও প্রতিবন্ধী নারীরা পার্ক ও খেলার মাঠে যান না।

এখন পর্যন্ত আমাদের দেশের কোন পার্ক শতভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব করে গড়ে তোলা হয়নি। যখনি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে পার্ক ও খেলার মাঠসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব করার দাবি করা হয় তখন সিটি কর্পোরেশন ইতিবাচক আশ্বাস দেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা ফলাফল দেখতে পাইনি। নারী, কিশোরী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও বিনোদনের অধিকার রয়েছে। তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হলে পার্ক ও খেলার মাঠসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব করতে হবে এবং নারী-কিশোরীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য সিটি কর্পোরেশন এর কাছে নিয়মিত এডভোকেসি করতে হবে যাতে তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হয়।

তাদের জন্য তাদের মতো করেই পার্ক ও খেলার মাঠ করে তুলতে হেব

- অধ্যাপক ডা: শুভাগত চৌধুরী, পরিচালক, ল্যাবরেটরী সার্ভিসেস, বারডেম হাসপাতাল

বর্তমানে কিশোরীরা নিরাপত্তার অভাবে পার্ক এবং খেলার মাঠে যায় না। নিরাপত্তা না থাকায় তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরাও করতে পারে না। যদিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের ব্যাপক অবদান ও অগ্রগতি রয়েছে তবে সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই আড়ালে থেকে যায়। নারীদের প্রবেশগম্যতার বিষয়টি এখনও আমাদের দেশে অবহেলিত। এক্ষেত্রে নারীদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে কারণ তাদের অধিকার কেউ বাস্তবায়ন করে দেবে না বরং তাদেরকেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। অপরদিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও সমাজে অবহেলার শিকার। তাদের সাথে যে ধরণের আচরণ করা হয় তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা আমাদের কিংবা সমাজের বোঝা নয়। তাদেরকে সম্পদে রূপান্তরিত করতে হলে তাদের যথাযথ সুযোগ দিতে হবে। তাদের জন্য সর্বক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

নারী এবং কিশোরীদের জন্য প্রয়োজন নিরাপদ গণপরিসর

- কামরুন নাহার, আইনজীবী, নারীপক্ষ

এখন পর্যন্ত আমাদের দেশের নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। গণপরিসরসমূহ তাদের জন্য উপযোগী নয়, নিরাপদও নয়। খেলার মাঠ কিংবা পার্কে নারীদের প্রবেশগম্যতা এবং নিরাপত্তার বিষয়টি অনেক পরের কেননা তারা বর্তমানে নিজেদের বাড়িতেই নিরাপদ নয়। তবে একথাও সত্য যে তারা পার্কে বেড়াতে যেতে চায়, মাঠে খেলতে যেতে চায়। কিন্তু পরিবারের কাছ থেকে তারা বাধার সম্মুখীন হয়। কারণ গণপরিসরগুলোর পরিবেশ, অনিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনার অভাবের কারণে পরিবারের লোকজন ভয় পান। আমাদের ঢাকা শহরে পার্ক ও খেলার মাঠের সংখ্যা এমনিতেই কম। উপরন্তু মাঠগুলো বিভিন্নভাবে দখল হয়ে যাচ্ছে। পার্কগুলোতে চলছে বিভিন্ন ধরণের অসামাজিক কার্যকলাপ। সুতরাং আমাদের গণপরিসরগুলোকে যদি আমরা রক্ষা করতে চাই তবে জনপ্রতিনিধি ও এলাকাবাসীকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। গণপরিসরগুলো উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ না করা হলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হুমকির সম্মুখীন হবে।

সকলের জন্য উচ্চ গুণসম্পন্ন অন্তর্ভুক্তমূলক গণপরিসর তৈরি প্রয়োজন

- জুলিয়া আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, নোভা কনসাল্টেন্সি বাংলা

বুলগেরিয়ার সোফিয়াতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়তে গিয়ে সেখানকার বিভিন্ন মনোরম পার্কে আমার বেড়ানোর সুযোগ হয়েছে। এমনকি আমার জীবনধারায় এর একটি ইতিবাচক প্রভাবও ছিলো। আমি লক্ষ্য করেছিলাম, আমার বুলগেরিয়ান বন্ধুরা নিজেদের সময় উপভোগের জন্য নিয়মিত বেড়াতে পার্কে যায়। তাদের সাথে কয়েকবার যাওয়ার পর এবং সেখানকার সুন্দর পরিবেশে আনন্দময় সময় কাটানোর জন্য এটি আমারও রোজকার জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নিয়মিত পার্কে বেড়াতে যাওয়া খুব প্রচলিত নয়। সুস্থ জীবন যাপনে পার্ক বা খেলার মাঠের গুরুত্ব আমরা সেভাবে অনুধাবনও করি না। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী শরীর চর্চা করার উদ্দেশ্যেই বেশির ভাগ মানুষ পার্কে যান। বিনোদনমূলক কাজকর্মের তুলনায় আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজ এবং পড়াশুনাকেই বেশি প্রাধান্য দেই। এ বিষয়টি যেন মহিলা এবং কিশোরীদের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য, কারণ আমাদের সমাজে নারীদের ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার মানসিকতা লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক প্রতিবন্ধকতার ফলে তাদের পার্কে বেড়াতে যেতে বা অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় না। এমনকি সময় এবং ইচ্ছা দুই থাকা সত্ত্বেও নারীরা অশালীন মন্তব্য এবং যৌন হয়রানির ভয়ে গণপরিসরগুলোতে যান না।

বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন ঢাকার পার্ক ও খেলার মাঠগুলো উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। আমাদের পার্কগুলোকে কিশোরী এবং নারীবান্ধব করে গড়ে তোলার জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা প্রয়োজন। যেমন:

- মানসিক এবং শারীরিক বিকাশে শারীরিক কার্যক্রমের গুরুত্ব বিষয়ে শৈশব থেকেই সকলকে সচেতন করে তোলা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, পরিবার এবং প্রতিষ্ঠান উভয়রেই ভূমিকা রয়েছে।
- এলাকাবাসীর প্রত্যাশা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পার্কসমূহ উন্নয়ন করা।
- সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে গণপরিসরের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণের জন্য এলাকাবাসীকে সার্বিকভাবে (আর্থিক যোগান, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি) সম্পৃক্ত করা আবশ্যক।
- অশালীন আচরণ ও মন্তব্য, যৌন হয়রানি এবং সকল বিষয় যার ফলে নারীরা পার্কে আসতে নিরুৎসাহিত হন, তা দূরীকরণে গণপরিসরে নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণের বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন। তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং অনেক ক্ষেত্রেই মানবেতর জীবনযাপন করে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে তাদের পার্ক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি আমাদের দেশে একবারেই গুরুত্বহীন। পার্ক এবং খেলার মাঠসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্য করে তুলতে এখনও আমাদের অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে।

ভারতে পার্কের উন্নয়নঃ নাগপুরের অভিজ্ঞতা

ফেবা আব্রাহাম, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক - সাউথ এশিয়া, হেল্থব্রিজ

নাগপুর ভারতের মহারাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। প্রায় ২৪ লক্ষ জনগণের এই শহরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বাস করেন। নাগপুরের একটি পার্ককে কানাডার এনজিও হেল্থব্রিজ স্থানীয় দুটি এনজিও, কিলিকিলি এবং ইসাফ, এর সহযোগিতায় সকলের জন্য, বিশেষত নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলা হয়েছে। অবকাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

পার্কটি উন্নয়নের ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর সাথে আলোচনা করা হয়। তারা পার্কটি ব্যবহার করতে চায় কিনা এবং কি ধরণের পরিবর্তন তারা আশা করে এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তারা শিশু, অভিভাবক, শিক্ষক, এলাকাবাসী, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ সকলের মতামত নিয়ে পার্কটি উন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরি করেন। তারা পার্কে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি, বৃক্ষরোপণ, গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প, স্কেটিং-সাইকেলিং-বিভিন্ন খেলাধূলা, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে বিশেষ কার্যক্রম ইত্যাদি আয়োজন করা হয়। পার্কে নারীদের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণের আলোচনা হলেও তা যথাযথ সমাধান নয় বলে কার্যকর হয়নি।

কিছু কিছু পার্কে অবকাঠামোগত পরিবর্তন আনা হয়। যেমনঃ মসৃণ হাঁটা পথ, প্রবেশগম্য গেট (যা দিয়ে হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীরা সহজে প্রবেশ করতে পারবেন), সিঁড়ির পরিবর্তে র‍্যাম্প, অটিস্টিক শিশুদের জন্য বিশেষ দোলনা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য দেয়ালে টেকটাইল, জাইলোফোন, ঘন্টা ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এলাকাবাসী এবং স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় পার্কের রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা।

গণপরিসরসমূহে নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন

- মোঃ মোশারফ হোসেন মজুমদার, এ্যাডভোকেট, আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

বিভিন্ন ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনার কারণে নারীরা পার্ক বা খেলার মাঠে যেতে চান না। প্রতিবন্ধী নারী হলে তাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা আরো বেড়ে যায়। বিপদে পড়লে কিভাবে পরিত্রাণ পাবে এই ভীতি থেকেই প্রতিবন্ধী নারীরা পার্কে বা খেলার মাঠে যান না।

তিনি বলেন, "আমি নিজেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে-উৎসবে মাঠে বা পার্কে যাই না। ঘরে বসে টিভিতে বা রেডিওতে অনুষ্ঠান উপভোগ করি। কারণ আমার কাছে মনে হয়, আমার সহযোগী যিনি আমার সাথে থাকেন তার কাছে যদি আমি অনুষ্ঠান বিষয়ক কোন তথ্য জানতে চাই তখন আমার সহযোগী হয়তো কিছুটা বলবে কিন্তু সব কিছু বলবে না। সেক্ষেত্রে টিভি বা রেডিও আমার ভরসা। যার মাধ্যমে কোন প্রকার ঝামেলা ছাড়াই সকল তথ্য পেতে পারি। তবে মাঠে রেডিও নিয়ে গেলে আশেপাশের মানুষের সমস্যা হতে পারে"।

তাছাড়াও সঠিক সুযোগ না থাকার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা মাঠে যেতে চায় না। যদি তাদের জন্য যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা থাকত তাহলে তারাও খেলার মাঠের যাওয়ার প্রতি আগ্রহী হতো। আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা আবশ্যক। নারীদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং টিকিটের মূল্য হ্রাসের ব্যবস্থা থাকতে পারে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সকল অংশীদারদের এই বিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরী। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ থাকা সত্বেও আমাদের দেশের পরিকল্পনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রাধান্য পায় না। এখন পর্যন্ত তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলা, ভ্রমণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার বাধার সম্মুখীন হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এজন্য কর্তৃপক্ষকে অধিক সংখ্যক নিরাপত্তা কর্মী নিয়োগ দিতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মাঠে আসতে আগ্রহী করে তোলার জন্য তাদের প্রবেশগম্যতা এবং অবকাঠামো তৈরির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পার্কে মাদকাসক্ত ব্যক্তি, যৌনকর্মী, ছিনতাইকারী ইত্যাদি ধরণের মানুষ ঘুরে বেড়ায়। সেখানে পরিবার নিয়ে যাওয়াটা অস্বস্তিকর। যেকোন ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনায় তাৎক্ষণিক সহযোগিতা পেতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বিশেষ ফোন নাম্বার প্রদান করা যেতে পারে। তাহলেই নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বিনোদনের স্থানগুলোতে আসতে আগ্রহী হবে। আর যখন সমাজের সকল মানুষের গণপরিসরে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত হবে তখনই এগুলো ফলপ্রসূ হবে। পার্ক ও খেলার মাঠের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে এডভোকেসি করা যেতে পারে। যেমনঃ খেলার মাঠের উন্নয়নের জন্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে এবং পার্কের উন্নয়নের জন্য পূর্ত মন্ত্রণালয়ে যাওয়া যেতে পারে।

প্রতিবন্ধী নারীদের কষ্ট উপলব্ধি করুন

- সালমা মাহবুব, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দ্যা চেঞ্জ এন্ড এডভোকেসি নেক্সাস (বি-স্ক্যান)

প্রবেশগম্যতা সারা বিশ্বব্যাপী একটি আলোচিত বিষয়। একটি দেশ তার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে কতটা সুবিধা দিতে সক্ষম তার উপর ভিত্তি করে বোঝা যায় সেই দেশটির সার্বিক উন্নয়ন। বাংলাদেশে এই চিত্র ভয়াবহ রকম খারাপ। যদিও বর্তমানে কিছু কিছু স্থানে আমরা এর পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। সরকারও এ বিষয়ে তার আন্তরিকতা প্রকাশ করছেন কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এখনও প্রতিবন্ধী মানুষের চাহিদার বিষয়ে মনোযোগী নন। গণপরিসর বা জনগুরুত্বপূর্ণ ভবনসমূহে প্রতিবন্ধী মানুষের প্রবেশগম্যতা খুবই সীমিত, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারীদের অবস্থা যে আরও করুণ সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। সহায়ক যাতায়াত ব্যবস্থার অভাব এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বিভিন্ন পার্কগুলোতে ছাউনি বা বসার স্থানগুলো হুইলচেয়ার ব্যবহারকারিদের জন্য উপযোগী নয়, অনেক ক্ষেত্রে সিঁড়ি বেয়ে ছাউনিগুলোতে উঠতে হয় বসার জন্য । এছাড়াও পার্কের ভিতরের চলাচলের রাস্তাও অমসৃন। প্রবেশপথে প্রায় সময় হোন্ডার চলাচল রোধ করতে ঘুর্ণায়মান গেট ব্যবহার করা হয় যা দিয়ে হুইলচেয়ার ব্যবহারকারি ব্যক্তির পক্ষে কোনভাবেই প্রবেশ সম্ভব নয়। যে রাইডগুলো থাকে সেগুলো সাধারণত প্রতিবন্ধী মানুষের কথা ভেবে তৈরি হয় না। তবে বর্তমানে উন্নত বিশ্বে এগুলোকেও প্রবেশগম্য করা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে নানারকম বিনোদন উপকরণ রাখা হচ্ছে। প্রতিবন্ধী নারীদের গণপরিসরে চলাচল বা উপস্থিতি বাড়াতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পারিবারিক সচেতনতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এছাড়াও খেলার মাঠ, পার্ক ইত্যাদি স্থানের পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়ন কমিটিতে প্রতিবন্ধী নারী প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তথ্য প্রদান কেন্দ্রগুলোতে বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী মানুষের কথা বিবেচনায় রাখা হয় না। এক্ষেত্রে লিখিত নোটিশ অথবা ম্যাপ রাখলে পুরো স্থানটি সম্পর্কে একটি ধারণা সহজেই দেয়া যায়। এছাড়া তথ্যকেন্দ্রে অন্তত একজন প্রতিনিধি রাখা যেতে পারে যিনি বেসিক ইশারা ভাষা জানেন।

সবশেষে বলবো, নিজেকে একজন প্রতিবন্ধী নারীর জায়গায় কল্পনা করতে পারলে তার চাহিদার দিকগুলো বিবেচনায় আনা সম্ভব। বাংলাদেশের সকল কিছুতেই এখন নারীর চাহিদার দিকে বিশেষভাবে নজর দেয়া হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই নারীদের মধ্যে প্রতিবন্ধী নারীর চাহিদা বিবেচিত হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী মানুষ হিসেবেই দেখা হয়, নারী নয়।

যাদের পরিকল্পনা বা নকশায় নগরের এই স্থাপনাগুলো তৈরি হয় তাদের মধ্যে প্রতিবন্ধী নারীর চাহিদা সম্পর্কে ধারণা কম। আর প্রতিবন্ধী মানুষকে মেডিক্যাল মডেলের বাইরে গিয়ে অসুস্থ হিসেবে বিবেচনা না করে মানুষ হিসেবে দেখতে পারলেই সবার কাছে তাদের চাহিদার গুরুত্ব বাড়বে।

৭. আলোচনাঃ

আমাদের গবেষণা থেকে আমরা বেশ কিছু সমস্যা চিহ্নিত করেছি। পার্ক এবং খেলার মাঠে পুরুষদের উপস্থিতিই বেশি লক্ষ্য করা যায়। কিছু সংখ্যক নারী শারীরিক চর্চার জন্য গণপরিসরগুলো ব্যবহার করে থাকেন। পুরুষদের তুলনায় গণপরিসরে সংঘটিত বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণও কম। ভিক্ষুক ছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপস্থিতিও খুব বেশি লক্ষ্য করা যায় না। পার্ক ও খেলার মাঠসমূহ আমাদের সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, কিশোরী, নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী এর সুবিধা থেকে বঞ্চিত। পুরুষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি থেকে নারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থা আরো বেশি করুণ। কারণ তাদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার পাশাপাশি নিরাপত্তার অভাবও তাদের জন্য প্রকট হয়ে ওঠে।

অনেকে মনে করেন, কিশোরী, নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পার্ক ও খেলার মাঠে যেতে আগ্রহবোধ করেন না। কিন্তু আমাদের গবেষণা থেকে বিপরীত চিত্র উঠে এসেছে। গণপরিসরসমূহে না যাওয়ার কারণ হিসেবে তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব, নিরাপদ পানি ও খাবারের অভাব, নারীর কম উপস্থিতি, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, পাবলিক টয়লেটের অভাব ইত্যাদি কারণকে তুলে ধরেছেন। তবে তারা এও জানিয়েছেন যে, তারা এ অবস্থার পরিবর্তন চান এবং অবস্থার পরিবর্তন হলে তারা পার্ক ও খেলার মাঠে যেতে আগ্রহী।

নুসরাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী এবং তিনি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। তারা পাঁচ ভাইবোন এবং তাদের মধ্যে তিনজনই প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। নুসরাত নিয়মিত বন্ধুদের সাথে পার্কে বেড়াতে যায় কিন্তু কোন খেলায় অংশগ্রহণ করে না। আশেপাশের দৃশ্যপট সম্পর্কে বন্ধুদের কাছে শুনে তার ভালো লাগে। কিন্তু বারবার তাদের প্রশ্ন করতে তার কুন্ঠাবোধ হয়। নুসরাত জানান, ঢাকার পার্কগুলো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মোটেই প্রবেশগম্য এবং ব্যবহার উপযোগী নয়।

পশ্চিম ইউরোপের শহরের পার্কগুলোতেও ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের উপস্থিতি কম। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে সরকার শহরের পার্কগুলোকে নারীবান্ধব করার জন্য পার্ক এর নকশা তৈরির প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। পার্কগুলোতে যেসকল পরিবর্তন আনা হয় তার মধ্যে ছিলো - পরিকল্পিত নকশার মাধ্যমে পার্কের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, দৃশ্যমান ও প্রশস্ত হাঁটার রাস্তা, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা। পাশাপাশি সহজে লুকানো যায় এমন কোন জায়গা যেন না থাকে নিরাপত্তার জন্য তাও নিশ্চিত করা হয়েছে। গণপরিসরগুলোতে এমন কিছু আয়োজন করা প্রয়োজন যা বিশেষত নারীদের সেখানে যেতে আগ্রহী করে তুলবে ফলে তারা ধীরে ধীরে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। এমন কিছু নারীবন্ধব কার্যক্রমের আয়োজন থাকা প্রয়োজন যাতে করে নারীরা গণপরিসরে নিজেদের অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারে।[১]

হিল্লোল একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ক্রিকেট খেলোয়াড়। কিন্তু মাঠে যেতে তাকে বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। বাসে বিনামূল্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত আসন আছে। কিন্তু বাসের হেল্পাররা অনেক সময়ই তাদের উঠতে দিতে চায় না। এর পরিবর্তে সে এমন কাউকে নিতে চায় যে টাকা দেবে। হিল্লোল মনে করেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহার উপযোগী মাঠ তৈরি করা সম্ভব কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারে আগ্রহী নন। ফলে অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা খেলাধূলার আগ্রহ থাকা সত্বেও খেলতে পারেন না। আর এভাবেই তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। নারী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অবস্থা আরো শোচনীয়। পুরুষ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য হুইলচেয়ার ক্রিকেট, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্রিকেট, বাস্কেট বল ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা থাকলেও প্রতিবন্ধী নারীদের কোন ধরণের খেলার সুযোগ নেই।

---

01. ১See http://policytransfer.metropolis.org/case-studies/gender-sensitive-parkdesign
02. See, for example, http://www.thedailystar.net/shout/event/inclusionx-volunteer-orientation-

৮. সুপারিশ

একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করে। সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রত্যেককে বিকশিত হবার সুযোগ দেয় এবং সকলের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে সচেষ্ট হয়। আমাদের গণপরিসরগুলো অন্তর্ভুক্তিমূলক নয় এবং আমরা মনে করি এ অবস্থা থেকে উত্তরণ প্রয়োজন। আমাদের পর্যবেক্ষণ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তর্জাতিক উদাহরণ, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে আমরা কিছু নির্দিষ্ট সুপারিশমালা তৈরি করেছি।

পার্ক ও খেলার মাঠসমূহ এমনভাবে প্রবেশগম্য হওয়া প্রয়োজন যেন সেখানে তারা কোন সাহায্যকারী ছাড়াই স্বাচ্ছন্দ্যে বেড়াতে পারেন। শুধুমাত্র পার্ক ও খেলার মাঠসমূহের অভ্যন্তরে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা যথেষ্ট নয়। আশেপাশের রাস্তাগুলোও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলের জন্য উপযোগী হতে হবে। পার্কসমূহের নকশা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য পৃথক উপকরণ থাকে, অন্তত পক্ষে তারা যেন স্বচ্ছন্দে পার্কের অভ্যন্তরে চলাচল করতে পারে সে ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাদের জন্য বিভিন্ন ধরণের বিশেষ আয়োজন করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ সরকার জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে শুধুমাত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি খেলার মাঠ তৈরির ঘোষণা দিয়েছেন। এটি কোন আদর্শ সমাধান না হলেও, উদ্যোগটি প্রশংসার দাবিদার। কারণ এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পার্ক ও খেলার মাঠে যেতে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। ফলে অন্তর্ভুক্তিমূলক পার্ক ও খেলার মাঠ তৈরির বিষয়টি ক্রমশ গুরুত্ব লাভ করবে। আনুষ্ঠানিকভাবে খেলার মাঠটির উদ্বোধন হলেও দুঃখজনকভাবে কার্যত এটি প্রবেশগম্য এবং ব্যবহার উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

> তামান্না যখন দশম শ্রেণীর ছাত্রী, তখন একটি দুর্ঘটনার ফলে সে তার দৃষ্টিশক্তি হারায়। ছোটবেলায় বিভিন্ন পার্কে খেলাধূলা করলেও দুর্ঘটনার পর থেকে নিরাপত্তাজনিত কারণে সে আর বিশেষ বাইরে যায় না। পার্ক ও খেলার মাঠে আর কখনোই তার যাওয়া হয়নি।একজন অটিস্টিক বালিকা পার্কে বেড়াতে গিয়ে হয়রানির শিকার হওয়ার পর তামান্নার পরিবার তাকে পার্কে বেড়াতে নিয়ে যেতে ভয় পান। তামান্না আশা করে এক সময় তার বাসার কাছে একটি ছোট পার্ক হবে, যেখানে কারো সহায়তা ছাড়াই সে বেড়াতে যেতে পারবে। তার পরিবার এবং প্রতিবেশীদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকবে বলে তাকে নিরাপত্তা নিয়েও ভাবতে হবে না।

গণপরিসরসমূহে প্রবেশগম্যতা বলতে সে পর্যন্ত পৌঁছানো, অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং পার্ক ও খেলার মাঠের ভেতরে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ানোকে বোঝানো হয়। এ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হলোঃ

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্যতা:

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পার্ক ও খেলার মাঠসমূহে যাওয়ার পূর্ব শর্ত হলো তাদের জন্য নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, যাতে তারা স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ রিকশা সেবা চালু করা যেতে পারে। কারণ রিকশা মানুষকে ডোর-টু-ডোর সার্ভিস দেয় এবং পরিবেশবান্ধব। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুলভে সেবা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এ সেবাটি প্রয়োজনে ভর্তুকি দিয়ে পরিচালনা করা যেতে পারে। রিকশাচালক হিসেবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকেই প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। ফলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং তারা বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতে সক্ষম হবে।

- পার্ক ও খেলার মাঠের সংলগ্ন সড়কগুলোতে রাস্তা পারাপারের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে। সমতলে রাস্তা পারাপারের সুব্যবস্থা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ শব্দ সংকেতসহ প্রয়োজনীয় সুবিধাদি নিশ্চিত করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই রাস্তা পারাপারে ফুটওভার ব্রিজ প্রদান করা হয়। কিন্তু হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার উপযোগী নয়। মূলত সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যই ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার করা কঠিন।

- পার্ক ও খেলার মাঠের প্রবেশদ্বারসমূহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রবেশগম্য হওয়া প্রয়োজন। চিত্রানুযায়ী পার্কের প্রবেশদ্বারের নকশা তৈরি করা হলে পার্ক ও খেলার মাঠে মোটর সাইকেল প্রবেশ করতে পারবে না, কিন্তু হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী ব্যক্তিরা সহজেই প্রবেশ করতে সক্ষম হবেন।

- হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের জন্য ফুটপাতে র‍্যাম্প স্থাপন করা।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পার্কের ভেতরে এবং বাইরে টেকটাইলের ব্যবস্থা করা।
- পার্কের ভেতরে হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীদের জন্য বিশেষ লেন বা পথ রাখা।
- পার্ক ও খেলার মাঠের প্রবেশমুখে সিঁড়ির পরিবর্তে সমতল পথ বা র‍্যাম্প তৈরি করা।

নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাদি:

- গণপরিসরগুলোতে প্রয়োজনীয় আলো, শৌচাগার এবং সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা।
- উপযুক্ত নকশা এবং প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করে পর্যাপ্ত সংখ্যক শৌচাগার তৈরি করা প্রয়োজন। শৌচাগারের দরজা তৈরির ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন এগুলো অত্যধিক ভারী না হয় এবং উভয় দিকে খোলা যায়। পাশাপাশি বেসিনগুলো হুইলচেয়ার এর উচ্চতা বিবেচনায় তৈরি করা প্রয়োজন।
- খেলার মাঠের চারপাশে হাঁটার জন্য মসৃণ পথ তৈরি করা, যা নারীদের খেলার মাঠ ব্যবহারে আরও উৎসাহী করে তুলবে।
- পার্ক ও খেলার মাঠসমূহে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা, যা তাদের জন্য আকর্ষণীয় হবে এবং পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্যও এমন ধরণের কিছু আয়োজন করা প্রয়োজন, যা তাদের সামাজিকীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। ইনক্লুশনএক্স এমন একটি সংস্থা, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভিন্ন ধরণের আয়োজন করে থাকে।
- নারীদের জন্য পৃথক খেলার জায়গা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা যাতে তারা পার্ক ও খেলার মাঠে বিভিন্ন খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।
- যে সকল পার্ক ও খেলার মাঠ যথাযথভাবে নকশা করা হয়েছে সেগুলো অনুসরণ করা। যেমন: রমনা পার্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহার উপযোগী। অন্যদিকে ধানমন্ডি লেকে নারীদের বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে দেখা যায়।
- বিভিন্ন পার্ক ও খেলার মাঠে অসামাজিক কার্যকলাপ সংঘটিত হতে দেখা যায়। সকল পার্ক ও খেলার মাঠ ব্যবহারকারী বিশেষত কিশোরী ও নারীদের জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন। এজন্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থার পাশাপাশি স্থানটি যেন সহজে দৃশ্যমান হয়, তা নিশ্চিত করা আবশ্যক। অর্থাৎ, এমন কোন প্রতিবন্ধকতা থাকা যাবে না, যেখানে মানুষ সহজে লুকাতে পারে। এছাড়া ধানমন্ডি লেকের মত পর্যাপ্ত সংখ্যক নিরাপত্তা প্রহরী নিশ্চিত করা আবশ্যক। হকাররাও পার্ক ও খেলার মাঠে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ তাদের আশেপাশে মানুষের উপস্থিতি থাকে বলে অসামাজিক কার্যকলাপ তুলনামূলক কম সংঘটিত হয়। এজন্য পার্ক ও খেলার মাঠে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তবে তাদের একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হবে, যার মাধ্যমে তারা তাদের আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখার শর্তে নিজেদের পণ্য বিক্রয়ের অনুমতি পাবে।

অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং ব্যাপক ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান:

- আমাদের দেশে মানুষ সাধারণত ডায়াবেটিস বা হৃদরোগে আক্রান্ত না হলে শারীরিক কার্যক্রমে আগ্রহী হন না। এ অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। কারণ শারীরিক কার্যক্রমের অভাব সুস্বাস্থ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অন্তরায়। এজন্য যথেষ্ট প্রচারণা প্রয়োজন। নারী-পুরুষ উভয়কেই এক্ষেত্রে আগ্রহী করে তুলতে হবে। পাশাপাশি যাতায়াত মাধ্যম হিসেবে হাঁটা, সাইকেল চালানোর জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে।
- পরিবারের সদস্যরা যেন একত্রে পার্কে সময় উপভোগ কতে পারে, সেজন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা রাখা।
- প্রত্যেকটি এলাকায় একটি স্টল রাখা যেতে পারে যেখান থেকে মানুষ ব্যয়াম করা বা খেলাধূলার উপকরণ ধার নিতে পারে। স্টল তদারকির জন্য একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সহজেই সমাজে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন, পাশাপাশি অনেকে খেলাধূলার সুযোগ পাবেন।

- পার্ক ও খেলার মাঠে সকলের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে আরো গবেষণা করা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন অন্তর্ভুক্তিমূলক পার্ক ও খেলার মাঠের উদাহরণ পাওয়া যাবে এবং আমাদের দেশে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

- ঢাকা সড়ক পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ), ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, রাজউক এবং সড়ক ও জনপদ বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসকারি সংস্থা এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত গাড়িমুক্ত সড়ক (যান্ত্রিক যানবাহন চলাচল বন্ধ করে রাস্তা সাইকেল চালানো এবং খেলাধূলার জন্য উন্মুক্ত করা হয়) আয়োজনে নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। এ ধরণের উদ্যোগসমূহ নারীদের গণপরিসর ব্যবহারে আরো উৎসাহী করে তুলবে। বর্তমানে ঢাকা শহরে গণপরিসরের ক্রমবর্ধমান চাহিদাও এ উদ্যোগ দ্বারা পূরণ করা সম্ভব।

অন্যান্য বিষয়:

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর যথাযথ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এর মাধ্যমে গণপরিবহনে সংরক্ষিত আসন এবং সকল গণস্থাপনায় প্রবেশগম্যতার বিষয়টি সুনিশ্চিত হবে।

- শুধুমাত্র পরিকল্পনা গ্রহণে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

- এলাকাভিত্তিক ছোট ছোট পার্ক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাতে মানুষ সহজেই পার্কে যেতে পারেন এবং এ সকল পার্ক তৈরির ক্ষেত্রে কিশোরী, নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সকলের চাহিদা বিবেচনা করতে হবে।

- সুস্থ জীবন (শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক) যাপনের জন্য সক্রিয় বিনোদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সকলের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিভিন্ন শহরে এলাকাভিত্তিক উন্মুক্ত পাবলিক প্লেস তৈরি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যে সকল পার্ক তৈরির জন্য যথেষ্ট জায়গা নেই, সেখানে রাস্তাতেই অস্থায়ীভাবে খেলার ব্যবস্থা করা হয়। পার্কলেট (গাড়ি পার্কিং এর স্থলে ছোট স্থায়ী বা অস্থায়ী পার্ক) তৈরির মাধ্যমেও মানুষকে খেলাধূলা ও সামাজিকীকরণের সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

- গণপরিসরসমূহে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপস্থিতি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরণের সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি গণপরিসরসমূহ উন্নয়ন এবং অন্যান্য নাগরিক সুবিধা নিশ্চিতকরণে এলাকাবাসীর সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে।

তুলসি বেগম একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। এ প্রতিবন্ধকতার কারণে সে ছোটবেলা থেকেই হাঁটতে পারে না। তাকে হুইলচেয়ারে চলাফেরা করতে হয়। তার প্রতিবন্ধকতার জন্য তাকে স্কুলে ভর্তি নিতে চায়নি স্কুল কর্তৃপক্ষ। তারা বলেন, তাকে দেখে নাকি অন্য শিশুরা ভয় পাবে। তাছাড়াও উপরের তলার শ্রেণীকক্ষে সিঁড়ি বেয়ে সে উঠতে পারবে না। এত প্রতিকূলতা স্বত্বেও তুলসি স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়ে পড়াশোনা শেষ করেছেন। তুলসি বলেন, 'আমার বাড়ির আশেপাশে কোন পার্ক নেই। আমি কখনোই পার্কে যাইনি। কাজেই পার্কে কি ধরণের সুবিধা থাকা প্রয়োজন তা আমি বলতে পারবো না। আমার প্রতিবন্ধকতার কারণে দীর্ঘ ১০ (দশ) বছর আমি ঘরের মধ্যে বন্দী জীবনযাপন করেছি। এই কারণে আমার ঘরই আমার খেলার মাঠ, পার্ক ও বিনোদনের স্থান। বিনোদনের জন্য আমাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া আমার পরিবারের জন্য খুবই ব্যয়বহুল এবং কষ্টসাধ্য বিষয়। এছাড়া আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে আমি কোথাও যেতে চাই না।

তবে প্রতিটি মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খেলার মাঠ, পার্ক ও বিনোদনের স্থানসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমানে নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য এ সকল স্থানে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য তা আরো অনেক বেশি কঠিন। কিন্তু প্রতিবন্ধী নারীরাও মানুষ। তাদেরও শারিরীক ও মানসিক বিকাশ সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। পার্ক ও খেলার মাঠে সকলের অধিকার নিশ্চিতের জন্য মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আমাদের এমন পার্ক ও খেলার মাঠ প্রয়োজন, যেখানে নারী-পুরুষ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নির্বিশেষে, সকল ধরণের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে। এজন্য সকলের জন্য প্রবেশগম্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক পার্ক ও খেলার মাঠ তৈরি করতে হবে।

উপসংহার

আমাদের সমাজের কিছু সংখ্যক নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অনবদ্য অর্জন থেকে বোঝা যায় যে, দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে তারাও সমর্থ। কিন্তু এ সংখ্যা অনেক কম। ফলে তারা যে সমাজের সকল ক্ষেত্রে অবদান রাখার যথেষ্ট সুযোগ পান না- এ কথা সহজেই অনুমেয়। এ প্রতিবেদনে শুধুমাত্র পার্ক ও খেলার মাঠে তাদের প্রবেশগম্যতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। আমরা দেখতে পেয়েছি গণপরিসরসমূহে সংঘটিত বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ খুবই কম। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা একবারেই অনুপস্থিত। গবেষণা চলাকালীন সাক্ষাৎকার থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ইচ্ছা থাকা স্বত্বেও বিভিন্ন ধরণের সামাজিক ও অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার কারণে পার্ক ও খেলার মাঠে যেতে পারেন না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা পার্ক ও খেলার মাঠ পর্যন্ত পৌঁছানো, এর অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং নারীরা হয়রানি, কটূক্তি এবং অনিরাপত্তার মত সামাজিক সম্যাগুলোর কারণেও পার্ক ও খেলার মাঠে যেতে নিরুৎসাহিত বোধ করেন।

আমরা আশা করি, আমাদের এ গবেষণা প্রতিবেদনের ফলে কিশোরী, নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পার্ক ও খেলার মাঠে প্রবেশগম্যতার বিষয়টি গুরুত্ব পাবে এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি এ গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত সমস্যাগুলোর সমাধানকল্পে আরো বড় আকারে গবেষণা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক পার্ক ও খেলার মাঠের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনাই হতে পারে সকলের সমান অংশগ্রহণের মাধ্যমে সৃষ্ট একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের পথে প্রথম পদক্ষেপ। সকলের সম্মিলিত উদ্যোগেই গড়ে উঠবে আমাদের কাঙ্খিত অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ।[৩]

---

3 [3] For more information about the importance of public spaces and examples of successful ones, please, see Efroymson, D, TTKT Ha. Public Spaces, How they humanize cities. HealthBridge and WBB Trust, Dhaka, October 2009 and Efroymson, D and U Fernando, Public Space and Quality of Life, A case study of Mount Lavinia Beach. Sri Lanka, July 2013, both available for free download at www.healthbridge.ca

[8] সাক্ষাতকার প্রদানকারীদের গোপনীয়তা রক্ষার লক্ষ্যে গল্পগুলোতে প্রকৃত নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

অন্ধকারের আলো

সাফিকা নৌরিন ঐশী,
শিক্ষার্থী, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ উইমেন
শিক্ষানবিশ, দি ইনস্টিটিউট অব ওয়েলবিইং

ছোট বেলায় আমি অন্ধকারে খুব ভয় পেতাম। রাতে আলো না জ্বালিয়ে ঘুমাতে পারতাম না। সৃষ্টিকর্তা আমাকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন। তবুও কিছু সময় অন্ধকারে থাকতে হলেই আমি অস্থির হয়ে যেতাম। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাদের পুরো জগৎটাই অন্ধকার।

সুমন একজন দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি। একদিন বাসে ওঠার জন্য সে নিউমার্কেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো। চারপাশের গাড়ির হর্ন, গাড়ি চলাচলের আওয়াজে সে রাস্তা পার হতে আতঙ্কিতবোধ করছিলো। সে বার বার আশপাশের মানুষদের তাকে রাস্তা পার হতে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করছিলো। কিন্তু একজন মানুষও এগিয়ে আসছিলো না। হঠাৎ ছোট একটি হাত তাকে স্পর্শ করলো এবং একটি শিশুকন্ঠ বলে উঠলো, 'আপনি রাস্তা পার হতে চান? আমি আপনাকে সহযোগিতা করবো?' সুমনের মনটা আনন্দে ভরে ওঠে এবং তিনি ভাবেন এভাবে যদি প্রত্যেকে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়, তবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সমর্থ হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সময়ে তিনি বন্ধুদের সাথে পার্কে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং অনেক আনন্দ করেছেন। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য খেলার উপকরণ ছিলো। কিন্তু বর্তমান অবস্থার কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে তার কণ্ঠস্বর হতাশায় ভরে ওঠে। তিনি বলেন, কোন দিকে যাচ্ছি আমরা? এখন এত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত কিন্তু তাদের উপযোগী কোন খেলার উপকরণ নেই।

সুমনের মতই ইশতিয়াক একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি। কিশোর বয়সে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারান। প্রাপ্ত বয়স্ক হবার পর তিনি একদিন রমনা পার্কে বেড়াতে যান এবং সেখানে তিনি আরোহণ-অবরোহণের উপকরণে ওঠেন। তার মনটা আনন্দে ভরে যাচ্ছিলো। তার মনে হচ্ছিলো তিনি শৈশবে ফিরে গেছেন।

তার অন্ধকারে ভরা জীবন কিছু সময়ের জন্য রঙ্গিন হয়ে উঠেছিল। তার এ আনন্দ আশেপাশের মানুষগুলোর মাঝেও ছড়িয়ে পড়ছিলো। ইশতিয়াক প্রতিদিন পার্কে ঘুরে বেড়াতে চান কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে তা সম্ভব হয় না। যাতায়াতের সমস্যা, পার্কে প্রবেশগম্যতা এবং তার উপযোগী খেলার উপকরণের অভাব ইত্যাদি কারণে তিনি পার্কে নিয়মিত যেতে পারেন না। কিন্তু তিনি আশা করেন এ সকল সমস্যার সমাধান হবে এবং সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পার্ক ও খেলার মাঠে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত হবে। এভাবেই অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে উঠবে।

আমি আর অন্ধকারে ভয় পাই না। অন্ধকারের একটি নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, আর দৃষ্টিহীন মানুষেরা সেই সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত। তাদের মাঝে এমন একটি শক্তি রয়েছে যা আমরা কখনো উপলব্ধি করতে পারবো না। আমরা যদি পার্ক ও খেলার মাঠসহ সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি তাহলে তারা তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে সমাজের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে।

প্রতিটি শিশুরই কি স্বপ্ন দেখার অধিকার আছে?

দেলুফা তুজ জেরিন,
শিক্ষার্থী, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ উইমেন
শিক্ষানবিশ, দি ইনস্টিটিউট অব ওয়েলবিইং

প্রতিটি মানুষেরই স্বপ্ন দেখার অধিকার আছে। আমরা যদি মনে করি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে কোন সম্ভাবনা নেই, তাহলে সেটিই আমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আমরা শুধু টাকা আর ক্ষমতার পেছনে ছুটি। কিন্তু একে অপরের স্বপ্ন পূরণ, আনন্দ-বেদনা ভাগ করে নেয়ার দিকে আমরা মনোযোগ দেই না। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোন স্বপ্ন থাকতে পারে, আনন্দ-বেদনার অনুভূতি থাকতে পারে- আমরা বোধহয় তা ভুলেই গিয়েছি।

মুহিতের বয়স যখন ছয় বছর তখন থেকেই সে স্বপ্ন দেখতো যে একদিন ফুটবল বা ক্রিকেট খেলোয়াড় হবে। কিন্তু হঠাৎই টাইফয়েড হয়ে নিজের দৃষ্টি শক্তি হারায় সে। সেই সাথে হারিয়ে ফেলে নিজের স্বপ্নও। কারণ সে জানতো, বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নতির শিখরে পৌঁছতে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়।

কিন্তু মুহিত হেরে যাবার পাত্র ছিলেন না। নানা প্রতিকূলতা স্বত্বেও তিনি তার লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যেতে থাকেন। সে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী একটি ক্রিকেট দলের সাথে ক্রিকেট খেলা শুরু করে। কিন্তু ঐ দলের অন্যান্য খেলোয়াড়েরা সবাই জন্মগতভাবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছিলেন। ফলে তারা মুহিতকে তার প্রতিবন্ধকতাগুলো উত্তরণে সাহায্য করতে পারছিলেন না। তার নিজের আত্মীয়-স্বজনও তাকে বলতো- তুমি জীবনে কিছুই অর্জন করতে পারবে না, কারণ তুমি দেখতে পাও না। ফলে মুহিত ক্রমেই তার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছিলেন।

বেশ কয়েক বছর পরে বাবার চাকরির সুবাদে মুহিত ঢাকায় আসেন। ঢাকায় এসে নতুন পরিবেশে অভ্যস্ত হওয়া এবং নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য আবার তার সংগ্রাম শুরু হলো। তার মনের মধ্যে তখনও স্বপ্ন পূরণের দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা ছিলো। তিনি নিয়মিত মিরপুরে খেলা দেখতে যেতেন আর ভাবতেন হয়তো ঢাকা শহরে তার ক্রিকেট খেলোয়াড় হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে। কিন্তু প্রতিনিয়ত তাকে নানা ধরণের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হতো। তিনি কোন আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলেন না।

স্কুল-কলেজে পড়াকালীন মুহিত বাহিরে কোন খেলাধূলার সুযোগ পাননি। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর তার স্বপ্ন পূরণের খুব সামান্য হলেও সুযোগ তৈরি হলো। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ক্রিকেট দলে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে তার অসাধারণ দক্ষতার কারণে তিনি ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হন।

এটা শুধুমাত্র একজন মুহিতের গল্প নয়। এরকম হাজারো প্রতিবন্ধী শিশুরা এ সকল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। আমরা তাদের সমস্যাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখি না। পার্ক ও খেলার মাঠগুলো প্রবেশগম্য না হওয়ায় তারা শৈশবের রঙ্গিন জীবন থেকে বঞ্চিত হয়। অভিভাবকেরা তাদের শিশুদের প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে খেলতে দিতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা ক্রমেই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

শুধুমাত্র দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন করলেই এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। ছোট ছোট কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের একটি সুন্দর জীবন দিতে পারবো। যেখানে তারা নিজেদের স্বপ্ন পূরণের এবং উন্নয়নের শিখরে ওঠার সুযোগ পাবে।

এপেনডিক্স ১ঃ

সময় .... থেকে .... আবহাওয়া ....

তারিখ .... বার ....

পর্যবেক্ষকের নাম .... এবং ....

গণপরিসর ....

ক্রিয়াকলাপ	বালিকা	কিশোরী	মহিলা	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (পুরুষ)	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি (নারী)	বালক	কিশোর	পুরুষ
বসা								
হাঁটা								
গল্প করা								
খেলাধূলা								
বিক্রয়								
ভিক্ষা								
অন্যান্য								

অন্যান্য বৈশিষ্ট্যঃ

হাঁটার পথ	
বসার জায়গা	
গাছপালা/ ছায়া	
খাবার /পানীয়	
টয়লেট	
রৌদ্র	
বিন	

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি

ধরণ	সংখ্যা
অন্ধ	
হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী	
সাদা ছড়ি ব্যবহারকারী	
অন্যান্য	

গবেষণার জন্য প্রশ্নসমূহ (পার্ক/খেলার মাঠ)	
১.আপনি কি পার্ক কিংবা খেলার মাঠে যান? ক. হ্যাঁ খ. না	
১.১ উপরের প্রশ্নের উত্তরটি হ্যাঁ হলে	
১.১.১ আপনি সপ্তাহে কতবার সেখানে যান?	
১.১.২ আপনি কিভাবে সেখানে যান?	
১.১.৩ আপনি কার সাথে সেখানে যান?	
১.২ উপরের প্রশ্নের উত্তরটি না হলে	
১.২.১ আপনি কেন সেখানে যান না?	
১.২.২ আপনি কি আগে কখনও সেখানে গিয়েছিলেন?	
১.২.৩ আপনি কি কোন সমস্যায় পড়েছিলেন?	
১.২.৪ কি ধরণের সমস্যা তখন আপনার অনুভব হয়েছিল?	
২. আপনি সেখানে গিয়ে কোন ধরণের কাজে নিজেকে যুক্ত রাখেন?	
ক. খেলাধূলা	খ. শারীরিক কর্মকাণ্ড
গ. ভিক্ষাবৃত্তি	ঘ. বিক্রয়/হকার/ফেরিওয়ালা
৩. সেখানে (পার্ক বা খেলার মাঠে) কি কি ধরণের উপকরণ থাকা দরকার বলে আপনি মনে করেন?	
ক. সবুজ গাছপালা	খ. বসার ভালো ব্যবস্থা
গ. স্বাস্থ্যকর খাবারের ব্যবস্থা	ঘ. শারীরিক ব্যায়ামের উপকরণ
ঙ. খেলাধূলার উপকরণ	চ. টয়লেট
ছ. বেঞ্চ	ছ. উপরের সবগুলোই
৪. আপনি কি একা একা পার্কে / খেলার মাঠে যেতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন?	
৫. আপনি কি মনে করেন এখানকার (পার্ক বা খেলার মাঠ) বর্তমান সমস্যা সমাধানযোগ্য?	
ক. হ্যাঁ	খ. না
৬. উপরের প্রশ্নের উত্তরটি হ্যাঁ হলে, তা কিভাবে সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?	
৭. উপরের প্রশ্নের উত্তরটি না হলে, তা কেন অসম্ভব বলে আপনি মনে করেন?	
৮. কিভাবে পার্ক/খেলার মাঠ বিষয়টির বাস্তবায়ন সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?	

গবেষণার জন্য প্রশ্নসমূহ - শিশু (পার্ক/খেলার মাঠ)	
১. আপনার এলাকায় কি কোন পার্ক বা খেলার মাঠ আছে ?	
ক. হ্যাঁ	খ. না
২. আপনার শিশুটির বিনোদনের জন্য আপনি কি তাকে সেখানে নিয়ে যান?	
ক. হ্যাঁ	খ. না
২.১. উপরের প্রশ্নের উত্তরটি হ্যাঁ হলে	
২.১.১ সপ্তাহে কতবার যান?	

২.১.২ সে কিভাবে যায়?
২.১.৩ সে কি একা একা যায়?
২.২. উপরের প্রশ্নের উত্তরটি না হলে
২.২.১ কেন যান না?
২.২.২ আগে কি কখনও গিয়েছিলেন?
২.২.৩ সে কি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল?
২.২.৪ কি ধরণের সমস্যা তার অনুভব হয়েছিল
৩. পার্ক/খেলার মাঠের পরিবেশ কি আপনাকে/আপনার শিশুকে আনন্দ দেয়?
৪. অভিভাবক/ সমাজের একজন ব্যক্তি হিসেবে এ ক্ষেত্রে আপনার অভিমত কী?
৫. আপনি কি মনে করেন এখানকার বর্তমান সমস্যা সমাধানযোগ্য?
ক. হ্যাঁ খ. না
৫.১ উপরের প্রশ্নের উত্তরটি হ্যাঁ হলে, তা কিভাবে সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?
৫.২ উপরের প্রশ্নের উত্তরটি না হলে, তা কেন অসম্ভব বলে আপনি মনে করেন?
৬. সরকারের কোন মহলে গেলে তা বাস্তবায়নযোগ্য বলে আপনার ধারণা?

এপেনডিক্স ৩: গবেষণায় ব্যবহৃত প্রধান তথ্য প্রদানকারী

নাম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান
ড. কে. এম. মুজাহিদুল ইসলাম	পরিচালক, বাংলা একাডেমি
সাবিনা হোসেন	অধ্যক্ষ, সোসাইটি ফর দি ওয়েলফেয়ার অফ অটিষ্টিক চিলড্রেন
আফরোজা নাজনীন	সাংবাদিক, আলোকিত বাংলাদেশ
মোঃ রাজিব শেখ	চেয়ারম্যান, হিউম্যান রাইটস্ ডিজএ্যাবিলিটি এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এইচডিডিএফ)
কামরুন নাহার	আইনজীবী, নারীপক্ষ
জুলিয়া আহমেদ	নির্বাহী পরিচালক, নোভা কনসাল্টেন্সি বাংলা
অধ্যাপক ডা: শুভাগত চৌধুরী	পরিচালক, ল্যাবরেটরী সার্ভিসেস,বারডেম হাসপাতাল
মোঃ মোশারফ হোসেন মজুমদার	এ্যাডভোকেট, আপিল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

১৪/৩/এ, আল-হাজ আবুল কাশেম খান রোড়, জাফরাবাদ, রায়ের বাজার, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

ফোন: ৮৮-০২-৫৫০১৬৬৪৬, ৫৫০১৬৬২৯, ফ্যাক্স: ০২-৫৫০১৬৪০৯, মোবাইল: ০১৫৫২৪৯৩৫১৮

E-mail: info@wbbtrust.org, Website: www.wbbtrust.org